দূতীসংবাদ।

অর্থাৎ

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক গ্রন্থ

নানাবিধ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে

বিরচিত হইয়া

ইদানীং

কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

শকাব্দাঃ [illegible]

[illegible]

সূচিপত্র।

গ্রন্থ সমাপ্তঃ। ৪৬

দূতীসংবাদ।

অথ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

ওহে দয়াময় শ্যাম নিদয় হইয়ে কোথা রইলে
গুণধাম। পদাশ্রয় দিয়ে হরি, কি দোষেতে
পরিহরি, দুঃখিনীরে হলে বাম। ধ্রু॥

পয়ার। নিকুঞ্জেতে এক দিন বসিয়া শ্রীমতী। মনে মনে ভাবিছেন ত্রিভঙ্গ মুরতি॥ ইতিমধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিতে। স্বর্ণলতা মূর্চ্ছা পেয়া পড়ে ধরণীতে॥ নিকটেতে প্রিয়সখী বৃন্দা দূতী ছিল। অঙ্গ পরশিয়ে তাঁরে চৈতন্য করিল॥ ধরা হৈতে ধরাধরি করিয়া তুলিল। সবিনয়ে শ্রীমতীর প্রতি জিজ্ঞাসিল॥ আচম্বিতে মূর্চ্ছা কেন হলে কমলিনী। কে করেছে অপমান বল তাই শুনি॥ এত বলি অঞ্চলেতে বদন মুছায়। প্রবোধ বচনেতে দূতী রাধারে বুঝায়॥ এমনি করে রাই গো হরি পাগলিনী। বৈর্য্যধর একে লোকে বলে কলঙ্কিনী॥ দূতীর নির্ধ্ববাক্য শুনিয়া শ্রীমতী। মৃদুস্বরে কহিছেন বৃন্দা-দূতীর প্রতি॥ ওগো দূতী কেন আর কর জ্বালাতন। বুঝিলাম শ্যাম বিনা রাধার মরণ॥ সে ত্রিভঙ্গ বিনা অঙ্গ কে জুড়াবে আর। রাধানাথ বিনা সখি কে আছে রাধার॥ তপন বিহনে যেমন নলিনীর গতি। চাঁদ বিনা চকোরীর যে রূপ দুর্গতি॥ জল বিনা কতক্ষণ বাঁচে গো সফরী। সেইরূপ দুর্দ্দশাতে পড়েছে কিশোরী॥ পৃথিবী না দিলে ঠাঁই দুঃখিনী দেখিয়ে॥ পাপ দেহে প্রাণ থাকে কিসের লাগিয়ে॥ কে আর রাখিবে মান দুঃখিনী রাধার। কে সবে এ সব জ্বালা কেশবেরি ভার॥ কার কাছে মান করে বাড়াইব মান। কে আর গো পায়ে ধরে রাখিবে সম্মান॥ রাধাকান্ত বিনা সান্ত্বনা কে করিবে

হরি হরি পাব আর সে দিন কি হবে ॥ মরি মরি তাহে গো নাহি সহচরী। এ সময় যদি দেখা দেন সেই হরি ॥ নি বিধাতা বাদ সাধিলে আমারে। সাধনের ধন দিলে সে পরে করে ॥ পরের প্রেমেতে মজে পর হৈল হরি। পাপ প্র বুঝে নাগো তবু কেন্দে মরি ॥ যে জন কান্দালে সদা য তরে কান্দি। সে জন না মনে করে বিধির কি বিধি ॥ পা মন অনুক্ষণ সে রূপ ধেয়ায়। কৃষ্ণ গেল তবু কৃষ্ণবাদ না যায় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হতে নারি। কি উ করি এসে বল সহচরী ॥ বিপক্ষের বাক্যবাণ গায়ে নাহি সয়। কালা গেল কলঙ্কিনী নাম কেন কয় ॥ ঘরে পর অপমান সহিতে না পারি। মনে ইচ্ছা করি আত্মঘাতি হ মরি ॥ মনে করি পুনঃ আত্মঘাতি মহা পাপ। কেউ যেন বলে প্যারী ত্যজ মনস্তাপ ॥ রাধানাথ দয়া কর চাহিয়ে দীনেরে আমি হে অজ্ঞান অতি না চিনি তোমারে ॥

শ্রীমতীর প্রতি দূতীর প্রবোধ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

শ্রীরাধে গো, এখন কি হবে ভাবিলে। ভাবনা
উচিত ছিল মিলেছিলে যে কালে। সে যদি
তোমার হতো, এ যন্ত্রণা নাহি দিত, বিচ্ছেদ না
করে যেতো, ফেলে তোমায় অকূলে ॥ ধ্রু ॥

ত্রিপদী। শ্রীমতীর বাক্য শুনি, কহিছে বৃন্দা রঙ্গিণী, ওগো প্যারী স্বরূপ কহিলে। ধৈর্য্য ডোরে বান্ধ প্রাণ, ত্যাজ্য কর অভিমান, কি হইবে উতলা হইলে ॥ হরি জন্য রাই তোরে, বুঝায়েছি বারে বারে, কালো রূপ হেরনা নয়নে কালার অন্তর কাল, নিধিমতে জান ভাল, তবু কান ভাব মনে মনে ॥ বাঁকার যে বঙ্কিমতা, কুটিলের কুটিলতা, যদি কভু সৎসঙ্গে থাকিলে। অঙ্গারের মলিনত্ব, কভু না পায় শুভ্রত্ব, শতবার ধৌত করিলে ॥ কুল মান সমুদায়, সঁপি সে গো যার পায়, যার জন্যে হলে কাঙ্গালিনী। সে কভু না

ভাবে তোরে, তুমি ভাব তার তরে, অপরূপ একি কথা শুনি সে কালা নিদয় অতি, নাহি তার ধর্ম্মভীতি, স্ত্রীহত্যাদি ভাবনা রাখে না। দয়া ধর্ম্ম তার যত, সকলিত আছে খ্যাত, বাল্যকালে বধিলে পুতনা॥ শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার, দেখে লাগে চমৎকার, বিধি বুঝি পাষাণে গঠিল। নন্দ হৈল কেন্দে অন্ধ, তবু বাধে সে গোবিন্দ, বারেক গোকুলে নাহি এল॥ হাহা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, ভাসে রাণী আঁখিজলে, শোকার্ণবে আছয়ে মগন। শ্যামলী ধবলী গাই, উঠিবার শক্তি নাই, উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন॥ শ্রীদামাদি সখা সব, তারা সবে যেন শব, সখা হীনে সবে অচেতন। পড়িয়া প্রেমের ফাঁদে, তার জন্যে সবে কান্দে, সেতো মনে করে না কখন॥ তাই বলি কমলিনী, কেন হও উন্মাদিনী, চঞ্চলা হইলে কিবা হবে। বিধাতা তোমারে বাম, নৈলে কেন যাবে শ্যাম, কলঙ্কিণী নাম কেন রবে॥ গোবিন্দের গুণ যত, সকলিত সুবিদিত, তোর পক্ষে যত বনমালী। তোরে মিছে আশা দিয়ে, বৃথা যামিনী জাগায়ে, বিহরিল লয়ে চন্দ্রাবলী॥ কৃষ্ণ নিন্দা নাহি করি, হেন শক্তি কিবা ধরি, যথার্থ বলিতে দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণের পদে মন, থাকে যেন অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে এই ভিক্ষা চাই॥

শ্রীমতীর মূর্চ্ছা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কোথা রহিলে দয়াময় দুঃখের সময়ে। এ বিপদ্ধে
মধুসূদন দেখা দেওহে আসিয়ে॥ প্রাণ সঁপেছে
তোমায়, অনুতাপে প্রাণ যায়, ভেবে ভেবে দেখ
মন কালি হলো কালিয়ে॥ ধ্রু॥

পয়ার। রাধা বলে ওগো বৃন্দে কি কথা কহিলে। আর কি সে প্রাণ হরি আসিবে না গোকুলে॥ তবে সই কেন রব দেহ পিঞ্জরেতে। কৃষ্ণ বলে ঝাঁপ দিব যমুনা জলেতে॥ কৃষ্ণ শূন্য কুঞ্জে আর থাকি কি সুখেতে। কার মুখ চেয়ে রব ব্রজের মাঝেতে॥ এ যাতনা হতে সখী ভাল মরণ। কৃষ্ণ বিনা

প্রাণ ধরা জীয়ন্তে মরণ॥ এত বলি রাই গনে আকাশ ভা-বিয়া। সখী কোলে স্বর্ণলতা পড়ে মূর্চ্ছা হয়া॥ স্পন্দহীন নয়নেতে বহে প্রেমবারি। চিত্র পুত্তলিকা প্রায় রহিলেন প্যারী॥ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শশী বদনেতে বয়। সঘনে নিশ্বাস বহে অচেতনে রয়॥ প্রমাদ দেখিয়ে বৃন্দা হইল ভাবিতা। হেনকালে নিকুঞ্জেতে আইল ললিতা॥ কি হলো কি হলো বলি বৃন্দেরে সুধায়। ইতিমধ্যে শ্রীমতীর কি ভাব উদয়॥ বৃন্দা বলে প্রিয় সখি জিজ্ঞাস কি আর। বুঝালে না বুঝে রাই কি করি ইহার॥ কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গেতে ছিলাম দুজনে। নয়ন মুদিল প্যারী কৃষ্ণ কথা শুনে॥ চকিতে চৈতন্য তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়ে। কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে॥ ভাল জ্বালা হলো সখী কি করি উপায়। বংশীধারী বিনা কিসে বাঁচাই রাধায়॥ পলকে পলকে রাধা প্রমাদ ঘটায়। দেখে ভয় প্রাণে হয় কি জানি কি হয়॥ এমন অধৈর্য্য সখী হয় যে কামিনী। সে কেন পিরীতে মজেহয় পরাধীন॥ আগু পাছু ভাবিয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা। তা না হলে প্রাণ সখী ঘটে এই ধারা॥ জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি। সময় পেয়ে রঙ্গ করে রঙ্গিণী কিশোরী॥ ত্রিভঙ্গ বিহনে অঙ্গ একেত জ্বলিছে। তাতে সই কমলিনী আহুতি দিতেছে॥ বৃথা ইন্দু কত মত বুঝেনা বুঝিয়ে। সদত বিরসে রয় নয়ন মুদিয়ে॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা ললিতা সুন্দরী। গদগদ ভাষে কহে চক্ষে বহে বারি॥ আমাদের কি ধন আছে কৃষ্ণ ধন বিনে। কি রূপে বাঁচিগো হয়ে বিহীন সে ধনে॥ যে রূপ দশাতে শ্যাম ফেলেছেন সখি। কুলবালা কেমনেতে বাঁচে বল দেখি॥ ওহে কৃষ্ণ তব নাম শুনি দয়াময়। তবে কেন এ জন্মের এ দুর্দ্দশা হয়॥

অথ ললিতার সহিত শ্রীমতীর কথোপকথন।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল খএরা।

রাধার অভিমান কে সবে কেশব বিনে। দুঃসহ বিরহ

জ্বালায় কে করিবে ত্রাণ। ওগো সহচরী, তাই ভেবে
মরি, কি দোষে ত্যজিলেন শ্যাম, এই খেদ প্রাণ
সঁপে পদে না পাইলাম স্থান ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। ক্ষণেক বিলম্বে রাধা চৈতন্য পাইয়ে। মৃদুস্বরে ললিতার প্রতি জিজ্ঞাসয়ে ॥ কহ কহ কৃষ্ণ কথা ওগো সহচরী ॥ কৃষ্ণ বিনা দেহে প্রাণ কিসে প্রাণ ধরি। কারে কব এ যাতনা কে ঘুচাবে আর ॥ যে পারে সে পারে সেতো রৈল পারাপার ॥ কুল মান মন প্রাণ সঁপিলাম যায়। সে জন বঞ্চনা করে রহে মথুরায় ॥ হায় হায় চন্দনের এত গুণ আছে। কেমনে এমন ভাবে ভুলায়ে রেখেছে ॥ ললিতা বলেন শুন ও রাজকুমারী। সাধে কি কুব্জার বশ হয়েছেন হরি ॥ আপনি যেমন বাঁকা ত্রিভঙ্গ মুরারি। রাণী তেমি অষ্টবক্র কুব্জা সুন্দরী ॥ ধারে ধারে বনে গেছে বাঁকায় বাঁকায়। কভু কিগো মিল হয় বাঁকায় সোজায় ॥ কুব্জা সে কংসের দাসী জানে সকলেতে। রাণী হলো কমলিনী শ্যাম কলঙ্কেতে ॥ কার ভাগ্য বিধি কারে দেন কমলিনী। তুমি হলে কাঙ্গালিনী সেই হলো রাণী ॥ সকল কৃষ্ণের ইচ্ছা কি হবে ভাবিলে। সাধ্য কিগো কমলিনী করেগো কপালে। তুমি বল শ্যাম আমায় ভুলিয়া রয়েছে। সাধে কি ভুলেছে শ্যামের সে দিন কি আছে ॥ কংস ধ্বংস করি ছত্র শোভে তার শিরে। ভূপতি হয়েছে নাম পৃথিবী ভিতরে। সুখ সৌরভেতে সখি মোহিত শ্রীহরি। তাতে কি রাখালি তার সাজে গো কিশোরী ॥ মধুর ভাবেতে ব্রজের ভাব মিশায়েছে। তব পক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ করিয়াছে ॥ পিরীতের এই সুখ ও রাজনন্দিনী। পরের তরে প্রাণ ঝোরে দিবস রজনী। পরদত্ত সুখের কপালে দেহ ছাই। পরেতে আপন হয় এবড় বালাই ॥ এত বলি ললিতা চলিল নিজ স্থানে। পূর্ব্বমত কমলিনী রহিলেন মৌনে ॥ শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজে মকরন্দ আশে। মন অলি রয় যেন সদত পিয়াসে ॥

বসন্ত আগমন।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

সই কি হবে এলো ঋতু বসন্ত। বিনা শ্যাম রাধারে কে করে সান্ত॥ ধৈর্য্যহীনা হলেই প্রাণে, অঙ্গদয় অনঙ্গ বাণে, প্রবোধে প্রবোধ না মানে, প্রাণ কে জুড়ায় বিনে রাধাকান্ত॥ ধু॥

ত্রিপদী। হেনকালে নিকুঞ্জেতে, পিকবর আনন্দেতে, পঞ্চস্বরে গায় নিজ গান। কোকিলের কুহুগান, যেন বিষমাখা বাণ, শুনে জ্বলে বিরহীর প্রাণ॥ শিহরিয়া হরি প্রিয়া, হরিষে বিষাদ হয়্যা, ধীরে২ বৃন্দেরে সুধায়॥ ওগো দূতী শুন শুন, কোকিল কি বলে শুন, আজি কেনে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ কৃষ্ণ গেছে যে অবধি, পিকরায় সে অবধি, নিরব হইয়ে ছিল সখী। প্রেমানন্দে আজি কেন, প্রকাশে গো নিজ গুণ, শ্যাম চাঁদ ব্রজে এলো নাকি॥ নৃত্য করে বাম আঁখি, হেরো দেখ প্রাণসখি, নানা মতে দেখি গো মঙ্গল। এমন দিন কি আর হবে, সে হরি আমার হবে, অমঙ্গলে হবে কি মঙ্গল॥ যে দিগে ফিরাই আঁখি, দেখি যেন বাঁকা আঁখি, বামে মোহন চূড়া গো হেলেছে। অন্তরে বাহিরে কালা, একি আর হলো জ্বালা, কালা ভাল যাতনা দিতেছে। কে করে মদন শান্ত, ব্রজে নাই রাধাকান্ত, মদনেরে কি বলে ফিরাব। অঙ্গহীনে অঙ্গদয়, একি সখী প্রাণে সয়, দুঃসহ যাতনা কত সব॥ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদানল, মলয়া করে প্রবল, মন্দ মন্দ বহে সমীরণ। গুঞ্জরবে নিরন্তর, মোহিত করে মধুকর, কৃষ্ণ বিনা একেক লাঞ্ছন॥ হাহা কৃষ্ণ কোথা গেলে, এমন বিপদ কালে, কে আর তারিবে তোমা বিনে। দুরন্ত রাজার দায়, প্রেমদায়ে প্রাণ যায়, তঞ্চক করে মিলে পঞ্চজনে॥ রাজা দেখে রাজা হীন, ঋতুরাজ নিশি দিন, নিতে চেষ্টা আছে সর্ব্বক্ষণ। চোরের উপরে চুরি, করে ওহে বংশীধারী, রাধা রাজ্য তোমাতে অর্পণ॥ ত্যাজ্য করে অধিনীরে, ভুলে রৈলে

ধৈর্য্যধরে, ফেলে দিয়ে অধৈর্য্য কুণ্ডেতে। দুর্গমে পড়েছি হরি, কে তারিবে হরি হরি, ডুবে মরি বিরহ নীরেতে॥ আমি যদি প্রাণে মরি, লোকেতে বলিবে হরি, প্যারী মৈল কৃষ্ণ বিরহেতে। দয়াময় লজ্জা পাবে, লোকেতে অযশ গাবে, সেই লজ্জা হতেছে মনেতে॥ কালোর কি এই ধারা, কাল রূপ ধরে যারা, কামিনীর কৃতান্ত সমান। তাই বুঝি পিকবর, অঙ্গদহে নিরন্তর, কুহু কুহু করে কুহু গান॥ অধিনীরে এই জ্বালা, দিলে হে চিকণকালা, জীয়ন্তে জ্বালালে দুঃখানলে। এ জন্মের মত রাধে বিদায় হৈল তব পদে, অনুকূল হৈও অন্তকালে॥ এতবলি কমলিনী, হয়ে গেল উন্মাদিনী, বিধুমুখী কৃষ্ণের কৃপায়। ওগো দূতী বল বলে, কোথায় মথুরা বল, কৃষ্ণ দরশি গিয়ে মথুরায়॥ কেন মিছে কান্দে মরি, আমরা অধম নারী, মথুরাত বহু দূর নয়। সকলে একত্র হয়ে, হেরি গিয়া শ্যামবামে, জুড়াইব তাপিত হৃদয়॥ এ কাজেতে কিবা ভয়, কুলকলঙ্ক যায় যায়, যতনে করেছি সমর্পণ। তাঁর দরশনে যাব, তাপিত প্রাণ জুড়াইব, হাসে গো হাসিবে শত্রুগণ॥ বৃন্দা বলে কি বলিলে, বিরহিণী হলে বলে, মান অপমান আর নাই। কেমনে যাইব প্যারী, দ্বারেতে আছয়ে দ্বারী, পাছে তারা মন্দ বলে রাই॥ বিচ্ছেদেতে দগ্ধ প্রাণ, ইথে সখী অপমান, হলে প্রাণ নাহিক বাঁচিবে। তুমিতো সামান্যা নও, রাজার নন্দিনী হও, আপনার মান কি হারাবে॥ না থাকে কৃষ্ণের মনে, তাই হবে হউক মেনে, এ দিন কি চিরদিন রবে। কৃষ্ণরূপ ভাব মনেমন রাখ সে চরণে, মনোবাঞ্ছা অবশ্য পুরিবে॥

অথ বসন্ত ভর্ৎসনা।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

পুড়ে মরে গো মদন মলোনা। তা হলে বিরহীর ভাগ্যে হতো কি যন্ত্রণা। রাজা যেমন সুপাত্র, তেমি

শিষ্ট শান্ত পাত্র, বিচার দেখে জ্বলে যায় গাত্র, হর-
নেত্র হৈলে পুরাই কামনা। ধ্রু ॥

পয়ার। সইসনে শ্রীবৃন্দাবনে মদনে দেখিয়ে। রাধারে সুধায় চিত্রা চিত্তে ভয় পেয়ে॥ ওগো ওগো রাজবালা কিসের কারণে। উদিত এ ঋতুরাজ শূন্য কুঞ্জবনে॥ প্রাণ যে কেমন করে মাধব উদয়ে। মাধব নাহিক ব্রজে এ সুখ সময়ে॥ নির্দ্দয় কামের হাতে কিসে ত্রাণ পাব। যৌবন রতন সখি কারে সমর্পিব॥ কোন সুখে ঋতুরাজ এ ব্রজ ভুবনে। সহিতে গোপীর অঙ্গে পঞ্চবাণ হানে॥ রাজাতে প্রজার দুঃখ ভাবে না মনেতে। ধিক ধিক বাস করা এমন রাজ্যেতে॥ কভু নাহি দেখি হেন নির্দ্দয় ভূপতি। অবিচারে দণ্ড করে কামিনীর প্রতি॥ রাজধর্ম্ম জ্ঞান যার তিলেক্তরে নাই। সে পায় ভূপতি তার এ বড় বালাই॥ হর কোপানলে পুড়ে মরেও মলোনা। তা হইলে বিরহীর হতো কি যন্ত্রণা॥ বিধি যদি সদয় হয় সে শিবত্ব পাই। তেমনি করিয়া পুনঃ মদনে পোড়াই॥ বিরহী জনেরে যেমন দগ্ধ করে কাম। আর কি কহিব তাবে ঘুচে যা'ক নাম॥ দূর হরে কোকিলে কালের বাড়ী যাও। অবিলম্বে কিরাতের জালে বদ্ধ হও॥ জ্বালার উপরে কেন কর জ্বালাতন। মথুরার পথ কিরে চিন না দুর্জ্জন॥ অবলারে আকুল করোনা নিরন্তর। ক্ষমা কর চরণেতে ধরি পিকবর॥ নারি আর সহিতে তোদের অত্যাচার। প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে জ্বালাসনেরে আর॥ যে শুনিলে সুখী হবে জুড়াবে অন্তর। শুনাগে মধুর গান তারে পিকবর॥ কুজা কৃষ্ণের এখন মহিষী হয়েছে। রাধারাজ্যে বনমালী জলাঞ্জলি দেছে॥ বাঁকা রাণী রাণীর প্রেমেতে বাঁধা হরি। বিকায়েছে বাঁকার পায় বাঁকা বংশীধারী॥ মনঃ সুখে সুখী সেতো সদা নটবর। সুখীজনে সুখী কর সুখের উপর॥ কাটা ঘায় নুন দেওয়া মিছে। আমাদের সুখ নিধিতে বিধি হরেছে॥ হয়ে বয়ে গেছে ব্রজাঙ্গনার সে

দিন। সগভাবে লোকের কি যায় চিরদিন॥ অনাথী করিয়া ব্রজনাথ ছেড়ে গেছে। মরিলে জুড়ায় প্রাণ মৃত্যু নাহি আছে॥ কি সুখেতে বেঁচে আছি না পারি বুঝিতে। এ হেন জ্বালাতে প্রাণ না চায় যাইতে॥ চিরজীবী আমাদের বিধি কি করেছে। তা না হলে কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বেঁচে আছে এতেক বলিয়া চিত্র বিরস বদনে। শ্রীমতীরে বুঝাইছে প্রবোধ বচনে॥ স্থির হও কমলিনী ভাবিলে কি হবে। আমাদের এই দশা বিধি কি রাখিবে। যা হবার হইয়াছে উপায়তো নাই। ভাবিলে কি হবে আর যে করে গোসাঞি॥ শুনিয়া চিত্রার কথা চিন্তিত কিশোরী। অধোমুখে বিধুমুখী স্মরে হরি হরি॥ কি কথা কহলে চিত্রে শুনে পায় হাসি। কেমনে ধরিব ধৈর্য্য বিনা কালশশী॥ মনে করি ভুলে থাকি মনঃ যে ভুলে না। মনেঃ মন করে সে রূপ ভাবনা॥ আপনার মন সখী আপনার নয়। প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি দিয়ে ভুলায় আমায়॥ কি ক্ষণেতে কাল রূপ হেরেছি সজনী। অন্তরেতে নিরন্তর গাঁথা নীলমণি॥ শয়নে স্বপনে হেরি সে বাঁকা মুরারি। দীন কি গো প্রাণে বাঁচে ছাড়া হয়ে বারি॥ কৃষ্ণ মম দেহ সখী কৃষ্ণ মম প্রাণ। কৃষ্ণ মম কুল শীল কৃষ্ণ মম মান॥ কৃষ্ণ মম পতি সখী কৃষ্ণ উপপতি। স্বপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মম গতি॥ সে কৃষ্ণ বিহনে সখী জীবনে কি ফল। ত্যজিব এ পাপ দেহ প্রবেশি অনল॥ কৃষ্ণরূপ লাবণ যত দিন রবে। না হবে কালের ভয় কৃতান্তে তরিবে॥

উদ্ধবের আগমন।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

আর কেন্দোনা রাই কোথা বঁধো শ্যাম। চায়ে দেখ
ঐ আসিছে তোর কালো ঠাম॥ মদন বুঝি সদয়

হলো, মদন মোহন এসে দিল, অমঙ্গলে হলো সুম-
ঙ্গল, মধুর বসন্তে বাধে পুরাও মনস্কাম ॥ ধ্রু ।

পয়ার। এই রূপে ব্রজাঙ্গনা বঞ্চয়ে ব্রজেতে। হেনকালে অপরূপ দেখ আচম্বিতে ॥ শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব সুবঙ্কিম ঠাম। তেমনি মোহনচূড়া নবঘনশ্যাম ॥ পরিধান পীতাম্বর বন-মালা গলে। চূড়োপরে সুবেষ্টিত বকুল মুকুলে ॥ ধীরে ধীরে আসিতেছে দেখিতে কৌতুক। পীতাম্বর বসনে ঢাকিয়া শশী মুখ ॥ চরণেতে রুণু ঝনু নূপুর বাজিছে। চরণ অম্বুজে পড়ি অলি গুঞ্জরিছে ॥ গোকুলের নাথ যেন গোকুলে আইল। হেরিয়া ব্রজের লোক চমকিত হৈল ॥ কানাকানি করিতে লাগিল গোপীচয়। বৃন্দা বলে বিধাতা কি হইল সদয় ॥ দেখ সখি কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে উদয়। ঘুচিল রাধার দুঃখ এলো রসময় ॥ ঘুচিল ঘুচিল কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা। পুরালেন কাত্যা-য়ণী মনের বাসনা ॥ এ আর কি মনে ছিল পাব কৃষ্ণ নিধি কে জানে যে অনুকূল হইবেন বিধি ॥ ত্বরা করি ললিতা গো গাঁথ বনমালা। বহু দিন পরে সাজাইব চিকণকালা ॥ যশো দা রাণীর কাছে দেহ সমাচার। আসিয়াছে রাণী নীলমণি গো তোমার ॥ এত বলি বৃন্দাদূতী হরিষ অন্তরে। আস্তে-ব্যস্তে গেল ধনী রাধার মন্দিরে ॥ ধরণী শয্যায় রাধা নিদ্রি-ত আছিল। উঠ বলি রাধিকায় চেতন করিল ॥ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া রাধা জিজ্ঞাসে দূতীরে। আজি বড় প্রফুল্লিত দেখি যে তোমারে ॥ কহ কহ প্রাণ সখী কারণ কি শুনি। এত কেন আহ্লাদিত হয়েছ সজনী ॥ দূতী বলে শ্রীমতী গো উঠ ত্বরা করি। এসেছে গোকুলে তোর মনো চোরা হরি ॥ দক্ষিণান্ত কর কৃষ্ণ বিরহ অর্চ্চনা। পুরালেন কাত্যায়ণী মনের বাসনা আর না কান্দিতে হবে ওগো সহচরী। চল চল দরশন কর গো শ্রীহরি ॥ রাধা বলে কি কথা কহিলে সহচরী। এত দিনে মনে কিগো করেছেন হরি ॥ প্রত্যয় না হয় মনে অপরূপ শুনি। আবার শ্যামের বামে দাঁড়াব সজনী ॥ শ্রবণে বির-

হানল শীতল হইল । কি কথা শুনালে বৃন্দে ফিরে বল বল ॥ একদিন একথা তোমা কি শুনি কানে । বৃন্দাবনচন্দ্র আসিবেন বৃন্দাবনে ॥ যে কথা শুনালি তোরে জানিনে কি দিয়ে । জনমের মত হৈনু তোর কেনা হয়ে ॥ চল সখী যাই চাঁদে হেরি গো নয়নে । ধরে মে গো নাহি পারি চলিতে চরণে ॥ আনন্দে অবশ তনু দাঁড়াতে না পারি । প্রেমবেগে অবশে হইল অঙ্গ ভারি ॥ উদ্দেশেতে উনমত্তা হলেন সজনী । শীঘ্রগতি গেয়ে দেখে মধ্যে গুণমণি ॥ এক দৃষ্টি রাজকন্যা উঠে দাঁড়াইল । মৃত শরীরেতে যেন জীব সঞ্চারিল ॥ আর যত সখী রাধা সন্নিধানে ছিল । শ্রীকৃষ্ণ আইসে শুনি পুলকে পূরিল ॥ একত্র হৈয়া যত গোপের দুহিতা । হেরিতে শ্রীমুখ রূপ হলো হর্ষান্বিতা ॥ আগু চলে বৃন্দাদূতী পথ দেখাইয়া । উদ্ধব নিকটে উপনীত হৈল গিয়া ॥ নিকটেতে গিয়া সবে করে নিরীক্ষণ । শ্যামের মতন সব দেখেন লক্ষণ ॥ কিন্তু অঙ্গেতে ভৃগুপদ চিহ্ন নাহি । দেখিয়া বিস্ময় হয়ে মনে ভাবে রাই ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন নাহিক চরণে । শ্যাম নয় কমলিনী বুঝিলেন মনে ॥ উদ্ধবে দেখিয়া রাই ভাবেন মনেতে । একি বিধি ছলনা করিল আচম্বিতে ॥ শ্যামের স্বরূপ দেখি কিন্তু শ্যাম নয় । সাত পাঁচ ভাবি রাধা মৌনভাবে রয় ॥ নিরজে বৃন্দারে ডাকি সকল কহিল । এতো সখী শ্যাম নয় ভাবে বুঝা গেল ॥ জিজ্ঞাস উহারে সখী উনি কোন জন । কোন কার্য্যে গোকুলে দিলেন দরশন ॥ কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয় । শুনিলে বৃত্তান্ত সখী সন্দেহ ঘুচয় ॥ শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে এই কথা শুনে । উদ্ধবেরে কহে বৃন্দে হাসিয়া বচনে ॥ ওহে মহাশয় তুমি কেবট আপনি । কোথা তব নিকেতন কিবা নাম শুনি ॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা কহিছে উদ্ধব । মথুরায় বাস করি নাম যে উদ্ধব ॥ শ্যাম নই শ্যাম সখা এই পরিচয় । দেখিতে এ বৃন্দাবনে পাঠালেন আমায় ॥ আছেন কে-

সন রাধা বসন্ত সময়। দেখিতে এসেছি সখী কৃষ্ণের আ-জ্ঞায়॥ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই। অন্তকালে রাঙ্গা পায় স্থান যেন পাই॥

অথ উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথোপকথন।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া।

দেখ হে উদ্ধব, বিহনে সেই মাধব, সবে ভেবে হয়েছে শব। যে হতে সে ব্রজরায়, গোপিকায়, নিরাশ্রয়, করে গেছে মথুরায়॥ বৃন্দারণ্য শূন্যময়, সামান্য অরণ্য প্রায়, পশু পক্ষাদি নীরব॥ ধু॥

ত্রিপদী। বৃন্দা বলে শ্যাম সখা, আমাদের শ্যাম সখা, আমাদের করেছেন মনে। ভাল ভাল তবু ভাল, ভালবাসা জানা গেল, এত দিন পড়েছে কি মনে॥ তার সনে কি সম্পর্ক, তিনি যে গোপীর পক্ষ, আমরা জেনেছি বিধিমতে॥ সুখে রহে সেই ভাল, শুনিলে থাকিব ভাল, যেমন থাকি তার কিবা তাতে। তিনি এবে যার স্বামী, যার প্রেমে নব প্রেমী, বিক্রীত আছেন বংশীধারী। ভাল করে তার মন, যোগান যেন অনুক্ষণ, সুখে যেন থাকে সেসুন্দরী॥ তার কি প্রবৃত্তি মরি, শুনে হাসি পায় হরি, ওহে শ্যামসখা দেখ দেখি। সোণা ফেলে দিয়ে কাঁচে, পাঁচলে অঞ্চল বাঁধে, কি হইবে নিজে রাখাল নাকি॥ গোড়া কাটি শিরে জল, দিলে কি হে ফলে ফল, এ শীলতায় কিবা প্রয়োজন। কেমনে আছে রাই কিশোরী, তা জানতে পাঠান হরি, দেখ ব্রজে যে আছে যেমন॥ দেখ সেই কৃষ্ণ বিনে, হেন রস বৃন্দাবনে, বৃক্ষোপরে পক্ষ নাহি বসে। নাহি করে কলরব, হয়ে রয়েছে নীরব, দিবা নিশি অশ্রুজলে ভাসে॥ তরুতে নাহি পল্লব, নাহি কুসুমে সৌরভ, লতাগণ শুকাইয়া গেছে। মধুপতি মধু বিনে, অলিগণ দিনে দিনে, সুধা বিনে কৃশাঙ্গ হতেছে॥ গাভীগণ দুগ্ধ হীন, যমুনা বেগ বিহীন, ব্রজবাসী কেহ নাহি

মুখে। দেখ হে উদ্ধব ভাই কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কই, এই কথা সকলের মুখে॥ এই যে বসন্ত কাল, আমাদের হয়ে কাল, নিরন্তর করিছে তাড়না। কত জ্বালা আছি সয়ে, তার প্রেমে প্রেমী হয়ে, কি করিব উপায় বলনা॥ আহা মরি কমলিনী, দেখ যেন পাগলিনী, সোণার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে। দিবা নিশি ভাবি তাই, প্রাণে যদি মরে রাই, তবে দাঁড়াইব কার কাছে॥ রাধা কৃষ্ণ বিনে আর, কিবা গতি গোপিকার, সে ভরসা সকলি ভাঙ্গিল। আজি কালি মরে প্যারী, কুব্জার হলেন হরি, আমরা দাঁড়াই কোথা বল॥ কালি আসিবলে হরি, গেলেন সে মধুপুরী, অদ্যাবধি সে কাল হলোনা। একি ভাগ্য গোপিকার, জান্তে ব্রজের সমাচার, তোমারে পাঠালে কালসোণা॥ কালরূপ দেখিলে পরে, ব্রজবাসি ভয়ে মরে, কালাচাঁদের গুণতো না জানি। তুমিতো হে কালঠাম, পাঠালেন সেই শ্যাম, কাল ভয় আর নাহি মানি॥ নীরদ যমুনা বারী, তাহে নাহি স্নান করি, নাহি শুনি কোকিলের গান। নাহি পরি নীলাম্বর, কাল ভেবে নিরন্তর, কালি হলো গোপিকার প্রাণ॥ কালার মনে যাহা ছিল, সকলি পূর্ণিত হলো সকলি হে কালেতে না করে। তবু হে বোঝেনা মন, কেন করি সে চিন্তন, মিছে কান্দে মরি পরের তরে॥ নাহি দিই তার দোষ, সকলি কর্ম্মের দোষ, আপনার দোষে না মজেছি। কালাকে আত্ম ভাবিয়ে, যাচিয়ে যৌবন দিয়ে, নালা কেটে জল না এনেছি॥ কে জানে যে মরি মরি, এমন লম্পট হরি, বিবেচনা করিলে আগেতে। তবে কি হারাই কুল, শ্যাম করে আঁখি শূল, মজিতাম তাহার প্রেমেতে॥ নিজে অবলা সরলা, নাহি জানি কোন ছলা, নারীর হে সরলতা প্রাণ। বাঁশীর গানে মগ্ন হয়ে, তার প্রেমে বিকাইয়ে, শেষেতে হইল অপমান॥ গুরুভয় না করিয়ে লাজের মুখে ছাই দিয়ে, ধর্ম্ম পথ নাহি চাহিলাম। কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, কলঙ্কিনী নাম লয়ে, তার পায়ে দেহ সঁপিলাম॥ হেন

প্রেমে কালি দিয়ে, পালাইল সে কালিয়ে, অবলারে অ-কূলে ভাসায়ে। লোকে বলে দয়াময়, কি জানি কি গুণে কয়, হাসি পায় এ কথা শুনিয়ে॥ আমি যদি দেখা পাই, জিজ্ঞাসিব তার ঠাঁই, একি তার বিচারেতে হয়। সত্য ত্যজে যেই জন, সে পদে লর শরণ, তারি কি এমন দশা হয়॥ যার মানে পায়ে ধরে, ভাঙ্গিলেন আদর করে, বিধিমতে মান বাড়াইয়ে। শেষে অদর্শন হয়ে, তাঁরে অনাথী করিয়ে, রহিলেন কেমনে ভুলিয়ে॥ স্বপনেতে নাহি জানি, হারাইব নীলমণি, তিলেকরে হইবে বিচ্ছেদ। যত দিন বেঁচে রব, শ্যাম সঙ্গে মিলাইব, রাধাকৃষ্ণ হবেনা প্রভেদ॥ শ্রীমুখেতে রাধানাথ, রাধার মাথাতে হাত, দিয়ে বলে ছিলেন আপনি। যে পর্য্যন্ত বেঁচে রব, তব প্রেমে বাঁধা রব, হবেনা বিচ্ছেদ কমলিনী॥ তুমি মণি আমি ফণী, আমি মীন তুমি পানী, তুমি দিবা আমি দিনমণি। আমি বস্ত্র তুমি ধনু, তুমি প্রাণ আমি তনু, নিশ্চয় জানিহ কমলিনী॥ মিথ্যাবাদী হলো হরি, তায় রাজ্য অধিকারী, ভুলিলেন আপনার কথা। আপনার অঙ্গীকার, নাহি রাখে বংশীধর, খাইলেন অবলার মাথা॥ কহিব কি বিধাতারে, হেন জনে রাজা করে, সকলি না কর্ম্মেতে করায়। যে জন চরাতো গরু, সে হৈল জগৎ গুরু, অদ্ভুত সহ্য করা দায়॥ হকু তিনি হকু রাজা, লোকেতে করুক পূজা, আমাদের ননীচোরা হরি। আদ্য অন্ত তার যত সকলে হে আছে জ্ঞাত, কৃষ্ণ নিন্দা করিতে হেনারি। কৃষ্ণগণ হৃদয়েতে, বিরাজ হে আনন্দেতে, শ্রীরাধিকা লইয়া বামেতে। অকিঞ্চন দেখি শ্যাম, অন্তে না হইও বাম, পরিত্রাণ কর কাল হাতে॥

বৃন্দার প্রতি উদ্ধবের উক্তি।

রাগিণী বাহার। তাল জৎ।

পাবে কৃষ্ণধন, বৃন্দে গো ভেবনা অকারণ। হলে

শ্রীদামের শাপান্ত, পাবেন রাধা রাধাকান্ত, এ দুঃখা-
ন্ত হইবে তখন। ধ্রু ॥

পয়ার। উদ্ধব বলেন সখি কি কথা কহিলে। কৃষ্ণ কি গো তোমাদের ছাড়া কোন কালে ॥ রাধা মন্ত্রে দীক্ষা করি ওগো সহচরী। রাধানামে বনমালী বাজান বাঁশরী। চূড়ায় ময়ূর পাখা রাধানাম তাতে। শ্রীকৃষ্ণের নাম রাধা নামের পশ্চাতে ॥ ত্রিলোকেরে ত্রিভঙ্গ রাধায় ছাড়া নয়। যেই রাধা সহচরী সেই শ্যামরায় ॥ যেখানেতে কৃষ্ণ সখী পক্ষী সেই-খানে। যেখানেতে দয়া ধর্ম্ম থাকেন সে স্থানে। যেখানে নলিনী সেই খানে মধুকর ॥ যথা ইন্দ্র দেবরাজ তথা জলধর ॥ ভারত প্রসঙ্গ যথা তথা ব্যাস মুনি। যেখানে শ্মশান সেই-খানে শূলপাণি ॥ যেখানেতে লজ্জা আছে সেইখানে মান। যেখানেতে তত্ত্ব জ্ঞান সেখানে নির্ব্বাণ ॥ যেখানেতে বিবেচনা সেই খানে যশ। যেখানেতে বাহুবল সেখানে পৌরুষ ॥ যেখানেতে অনাচার পাপ সেইখানে যেখানেতে স্নেহ শিশু থাকে সেইখানে ॥ অতএব সহচরী সত্য জান মনে। যেখা-নেতে রাধা সখী কৃষ্ণ সেইখানে ॥ তবে যদি বল কেন দুঠা-এও দুজন। তাহার বৃত্তান্ত বলি শুন দিয়া মন ॥ গোলো-কেতে যখন আছিলা বংশীধারী। রাধারূপে সেখানেতে ছি-লেন কিশোরী। তুমি আদি সকলেতে ছিলে গো সঙ্গিনী। তথায় ছিলেন রাধা ব্রহ্মসনাতনী ॥ ভকত বৎসল হরি ভক-তের প্রাণ। ভকতের মনোবাঞ্ছা পূরায় ভগবান ॥ শ্রীদামের শাপ ছিল রাধার উপর। কৃষ্ণ ছাড়া হইবেন শতেক বৎ-সর ॥ সেইহেতু জন্মিলেন ভূমণ্ডলে প্যারী। ভকতের বাঞ্ছা সিদ্ধি করিতে মুরারী ॥ বিশেষে ক্ষিতির ভার নাশিবার তরে কৃষ্ণলীলা প্রকাশেন পৃথিবী ভিতরে ॥ দুরন্ত অসুর সব হয়েছে প্রবল। ভয়েতে মেদিনী বড় হয়েছে চঞ্চল ॥ দৈত্য নাশ করি ঘুচাবেন মহীভার। তিনি বিনা দৈত্য বধে কেন শক্তি কার ॥ সামান্য মানব সখী রাধাকৃষ্ণ নয়। ব্রহ্মময়ী

রাধা পূর্ণ ব্রহ্ম শ্যামরায় ॥ নারদের মুখে সব শুনেছি বৃত্তান্ত শত বৎসরান্তে রাধা পাবেন শ্রীকান্ত ॥ অতএব স্থির হয়ে থাক সহচরী। আসিবেন ব্রজে পুনঃ সেই বাঁকা হরি॥ এত বলি উদ্ধব চলিল নিজালয়। শুনি হাহাকার করে যত গোপীচয় ॥ কৃষ্ণ পদে মূঢ় মন মজরে নিতান্ত। পার হবে ভব নদী না ছোবে কৃতান্ত ॥

অথ বৃন্দার মথুরায় গমন।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

আসি আস্তে যাব তোমার মাধবে। চিন্তা নাই শ্রীকান্তে পাবে ॥ কৃষ্ণনাম করি, যাত্রা করি প্যারী, অবশ্য এ যাত্রা সিদ্ধি হবে ॥ কর দাসীরে আশীর্ব্বাদ, পুরাইব মনোসাধ, এ বিচ্ছেদে বিষাদ নাহি রবে ॥ পুনঃ কালাচাঁদ ব্রজেতে, উদয় হবে মধুর বসন্তে, শ্যামের বামে বসিবে। ধ্রু ॥

ত্রিপদী। উদ্ধবের কথা শুনি, সে বৃকভানুনন্দিনী, মুর্চ্ছাগত পড়ে ধরাতলে। দেখি হাহাকার করে, চিত্রা রাইকে তুলে ধরে, উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণ বলে ॥ চিত্রা কয় ওসজনী, কেন হও পাগলিনী, স্বকর্ণেতে সকলি শুনিলে। আর কৃষ্ণ আসিবেনা, ভাবেতে গিয়েছে জানা, মিছে আর কি হবে কান্দিলে ॥ শুনিয়া চিত্রার কথা, রাধা মনে পেয়ে ব্যথা, চিত্র পুত্তলিকা মত রয় ॥ সজল যুগল আঁখি, মনে মনে হয়ে দুঃখি, মৌনে রহে কথা নাহি কয় ॥ নিঃশব্দে রহিল ধনী, মুখে নাহি সরে বাণী, অধোমুখে ক্ষিতি দৃষ্টি করে। বদনে বসন দিয়ে, রাধা ভাব মনে হয়ে, ভাবে চিত্রা কি করি অন্তরে ॥ যে বুঝি রাধার মন, ইথে সাধা অকারণ, সাধিলে বিবাদ আর বাড়ে। সাত পাঁচ ভাবি মনে, চলে চিত্রা নিজস্থানে, দেখি রাধা মূচ্ছা হয়ে পড়ে ॥ অচেতন কমলিনী, যেন মণিহারা ফণী, স্বর্ণলতা লোটায় ভূতলে। প্রমাদ দেখিয়া বৃন্দা, গোবিন্দেরে করে নিন্দা, শ্রীমতীরে

ধরা হৈতে তোলে ॥ প্রবোধ বাক্যেতে দূতী, কহিছেন রাধার প্রতি, স্থির হও ও রাজকুমারী। তব দুঃখ ঘুচাইব, আমি মধুপুরে যাব, এনে দিব তব প্রাণ হরি ॥ চুরি করি তব মন, পলায়ে মধু ভুবন, চোরা হয়ে কত দিন রবে। যাইয়ে আপন জোরে, বেধে আনি তব চোরে, কার সাধ্য কে তারে রাখিবে ॥ কান্দ কেন রাধাপ্যারী, আমি তব হিতকারি, এই তুমি জানতগো মনে। করিলাম অঙ্গীকার, যাইব যমুনা পার তব কার্য্য সাধিব যতনে ॥ শুনিয়ে বৃন্দার বাণী, তুষ্ট হয়ে কমলিনী, দূতী প্রতি বলে বিনয়েতে। কি বলিলে সহচরী, এনে দিবে প্রাণ হরি, প্রত্যয় না হয় গো মনেতে ॥ তেমন কপাল নয়, পুনঃ গোকুলে উদয়, হইবেন বাঁকা বংশীধারী। সে রূপ হেরে নয়নে, কালাচাঁদের সুধাপানে, জুড়াইবে এমন চকোরী ॥ আমি জানি বৃন্দা সখী, তুমিত দুঃখের দুঃখি, তোমা বিনা কে আছে রাধার। কবে মধুপুরে যাবে, হারা নিধি মিলাইবে, কবে হব যাতনার পার ॥ রাধাবলে বংশীধারী, কবে বাজাবে বাঁশরী, কবে শ্যামের বামেতে বসিব। বনফুলে মালা গেঁথে, সাজাইব সে গলেতে, কবে বাঁকা নয়নে হেরিব শ্যাম আন বা না আন, যে কথা শুনালে যেন, কৃষ্ণ মোরে করিলে অর্পণ। শুনে প্রাণ জুড়াইল, বিচ্ছেদের জ্বালা গেল, শ্রবণেতে জুড়াল শ্রবণ ॥ বিলম্বেতে কিবা কায, নাহি সখী সহে ব্যাজ, শীঘ্রযাহ মথুরা ভুবন। আমার বৃত্তান্ত যত, কৃষ্ণেরে করাবে জ্ঞাত, বল তার নিকট মরণ ॥ এতেক বলিয়া প্যারী, দূতীরকরেতে ধরি, তোষে তারে অমিয়া বচনে। শ্রীমতীর যত্ন দেখি, বৃন্দা মনে হয়ে সুখী, যাত্রা কৈল মথুরা ভুবনে ॥ প্রেমানন্দে গোপীগণ, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ, চতুর্দ্দিগে করিতে লাগিল। কেহ বলে হরি হরি, কেহ বলে সহচরী, বৃন্দা বুঝি বিধাতা হইল ॥ হরষিতে গোপীগণ, করে মঙ্গলাচরণ, আয়োজন বিবিধ প্রকার। কেহ পূর্ণ ঘট আনে, আ-

দশাখা তার সনে, কেহ বলে জয় শ্রীরাধার ॥ এই রূপে গো-পীচয়, সবে আনন্দিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের আগমন শুনে । তবে বৃন্দা ব্যস্ত হয়ে, রাধাকৃষ্ণ নাম লয়ে, বিদায় হৈল রাধার চরণে ।। বৃন্দারে বিদায় করি, কহে রাধা সহচরী, ওগো তোরে কি বলিব আর । চাতকীর মত হয়ে, রহিলাম পথ চেয়ে, এ পিপাসে হই যেন পার ।। বৃন্দা বলে প্রাণ সখী, আশীর্ব্বাদ কর দেখি, অবশ্য পূরাব মনঃ সাধ । সত্বরে মথুরা যাব, নিজ সত্য পুরাইব, এনে দিব তোর কালাচাঁদ ॥ শুন মন বলি সার, যদি হবে ভবে পার, ত্যজহ বিষয় আকিঞ্চন । জপ মধুর কৃষ্ণনাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, কাল হস্তে হইবে মোচন ।

চন্দ্রবলীর সহিত বৃন্দার কথোপকথন ।

রাগিণী আলেয়া । তাল আড়া ।

বৃন্দে গোবিন্দ যদি পার আনিতে । জন্মের মত
বিকাইব তব চরণেতে । সেই কৃষ্ণচন্দ্র বিনে, হৃদি
গগণ জ্যোতি হীনে, শ্রীনাথ অভাবে শ্রীহীনে
হয়ে আছি সকলেতে ॥ ধ্রু ॥

ত্রিপদী । এত বলি সহচরী, রাধারে সান্ত্বনা করি, চলিলেন মথুরার পথে । পথ মধ্যে চন্দ্রাবলী, হয়ে অতি কুতূহলী, ধরিলেক বৃন্দার করেতে ।। চন্দ্রা কহে ওগো দূতী, কোথায় চলেছ অতি, দ্রুতগতি দেখি কি কারণ । বুঝেছি গো অভিপ্রায়, যাবে নাকি মথুরায়, বল বল জুড়াকু শ্রবণ ।। ব্রজাঙ্গনা মধ্যে অতি, তুমি সখী বুদ্ধিমতি, তোমার তুলনা দিতে নাই । এ কর্ম্ম যদ্যপি পার, এ দুর্গমে যদি তার, কেনা হয়ে রব তব ঠাঁই ॥ বৃন্দা কহে চন্দ্রাবলী, আস্তে বটে বনমালী, যাব আমি মথুরা ভুবন । যার ধন তারে দিব, রাধারে শান্ত করিব, অন্যে নাহি পাবে কৃষ্ণধন ॥ একবার চুরি করে, লয়েছিলে নটবরে, পথে পেয়ে শ্যামের দর্শন । হরিয়ে পরের ধন, যে জন জুড়ায় মন, ছিছি মেনে সে মেয়ে কেমন

তোমার প্রেমের দায়,রাধার মানে শ্যামরায়, যোগী হয়ে মান ভিক্ষা করে। তবু নাহি যায় মান, শেষেতে করিয়া বিধান মান ভঙ্গ করে পায় ধরে ।। নাগর সে শ্যামরায়, ধরি নাগরীর পায়, মনে মনে মান উপজিল। কংস যজ্ঞ ছলে গিয়া, কালি আসিব বলিয়া, সেই বঁধু মধুপুরে গেল ॥ তাই বলি চন্দ্রাবলী,তোমা হৈতে বনমালী, পরিত্যাগ করিল রাধারে। যদি আমি কৃষ্ণধনে, আনতে পারি বৃন্দাবনে, এবার গো দিব না তোমারে ॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা, লাজে চন্দ্রা হেট মাথা, দূতী প্রতি বিনয়েতে বলে। কেন দূতী বাক্য বাণ, অঙ্গে করিছ সন্ধান, আর কেনে নিন্দা কর ছলে ॥ যা হবার হয়ে গেছে, শ্যামত ও বাদ সেধেছে, অনাথিনী করেছে সবারে। তুমি যদি পুনঃ ব্রজে, আনতে পার ব্রজরাজে, হকুলেতে দিও গো রাধারে ॥ রাধা রাজার নন্দিনী, তাই বলে ও সজনী, তার পক্ষে এক পক্ষ হলে। আমাদের নাই পক্ষ, কেবল গো কৃষ্ণ পক্ষ, বিপক্ষ নয় সে পক্ষ হইলে ॥ আমি অতি অভাগিনী, নাহি আমার সঙ্গিনী, আহা বলে হেন জন নাই। তুমি যাবে মধুপুরী, যা জান গো সহচরী, মোর পক্ষে বল তার ঠাঁই ।। এত বলি চন্দ্রাবলী, নিজ স্থানে গেলা চলি, বৃন্দাদূতী ধায় মথুরাতে। শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পায়, মনঃ সংযোগিয়া তায়, কৃষ্ণ গুণ রচিল ভাষাতে ।।

বৃন্দার মথুরায় প্রবেশ।

রাগিণী সুহিনী। তাল আড়া।

শ্যাম কোথা রহিলে দেখা দেও হে দয়া করে।
কে তারিবে তোমা বিনে, দীনে ক্ষীণে অনা-
থিরে। কৃষ্ণকৃষ্ণকৃষ্ণ বলে, দুঃখে অঙ্গ জ্বলে, পুড়ে
মরি যে অনলে, কোলে তুলে দেও আমারে॥ ধু॥

পয়ার। এই রূপে বৃন্দাদূতী গোকুল হইতে। উত্তরিল মথুরায় কৃষ্ণের দ্বারেতে ॥ অমর পুরীর প্রায় পুরীর গঠন। মণিজ্বলে যেন জ্বলে দীপ্ত হুতাশন॥ সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত

কান্ত মণি। চতুর্দ্দিগে খচিত রচিত রাজধানী।। নানা বিধ বহু রূপ পতাকা উড়িছে। নহবৎ বালাখানার উপরে বাজিছে। অপরূপ রাজপথ দেখিতে সুন্দর। কত শত লোক চলে তাহে মনোহর।। রাজধানী দেখি বৃন্দা মোহিত হইল। ক্রমে ক্রমে পুরমধ্যে প্রবেশ করিল।। পুরমধ্যে যা-ইতে জিজ্ঞাসে দ্বারীগণ। কোথা হতে এলে যাবে কাহার সদন।। নবীনা যুবতী দেখি বয়েস তরঙ্গ। রতিপতি যুবতী জিনিয়া তব অঙ্গ। একাকিনী কার কামিনী কি কারণে আলি। রাজদ্বারে দেখা দিলে বল তাহা শুনি।। কি নাম কো থায় ধাম কাহার সুন্দরী। কে তোমারে পাঠাইল এ মথুরা-পুরী।। বৃন্দা বলে দ্বারীগণ বৃন্দা নাম ধরি। বৃন্দাবনে রাজা রাই তার সহচরী।। তিনি পাঠাইলেন দ্বারী এ মধুভুবনে। প্রয়োজন আছে কিছু রাজার সদনে।। অতএব যাব আমি রাজার সভায়। নিবেদন আছে কিছু কহিব রাজায়। দ্বারী বলে শুন বৃন্দা রাজ আজ্ঞা বিনে। না পাইবেযাইতে তুমি রাজ দরশনে।। বৈসহ সুন্দরী আগে জানাই রাজারে। যে আজ্ঞা করেন রাজা কহিব তোমারে।। এত বলি গেলা দ্বারী সভার ভিতরে। বৃন্দার বৃত্তান্ত সব কহিল রাজারে।। শুনিয়া বৃন্দার কথা গোবিন্দ তখন। আস্তেব্যস্তে উঠি দাঁড়াইলা নারায়ণ।। আগুসার হয়ে কৃষ্ণ আসিয়া দ্বারেতে। বৃন্দারে দেখিয়ে কন অমিয়া বাক্যেতে।। এসো এসো প্রাণ সখী একি ভাগ্যোদয়। কত আনন্দিত হলেম দেখিয়া তোমায়।। এতেক বলিয়া কৃষ্ণ দূতী করে ধরে। বৃন্দারেলইয়া গেলেন সভার ভিতরে।। বিচিত্র আসন দেন বসিতে বৃন্দারে। বসি-লেন বৃন্দাদূতী কৃষ্ণের আদরে।। তবে সে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কহলো সজনী। ভালতগো আছ ভাল আছে কমলিনী।। কেমন আছয়ে আরযতেক গোপিনী। কেমন আছয়ে পিতা মাতা ব্রজরাণী।। কেমন আছে শ্রীদামাদি যত সখাগণ।

শ্যামলী ধবলী সখী আছেগো কেমন॥ শুধু মম কৃষ্ণ নামামৃত করে পান। যদি হবে দারুণ কালের হাতে ত্রাণ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দার ব্রজের সংবাদ কথন।

রাগিণী সুহিনী। তাল আড়া।

তাই ভাবিহে কৃষ্ণ প্রেমের ফল এই কি। যে তোমাতে প্রাণ সঁপে শেষে প্রাণে মরে সে কি। ও হে দীননাথো, একি বিপরীতো, যে তব চরণাশ্রিত, নিশ্চিতো বধ তারে কি॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। বৃন্দা বলে ওহে হরি, শুন নিবেদন করি, তোমা বিনা যে যেমন আছি। কি কহিব পরিচয়, সে বর্ণন নাহি হয়, তাই বঁধু জানিতে এসেছি॥ কালি আসিব বলে হরি, বধিয়ে ব্রজের নারী, ছলপেতে এলে সখা ছলে। কংসের পাইয়া রাজ্য, ব্রজপুরী করি ত্যাজ্য, অসহ্য বিচ্ছেদানল দিলে॥ শুনহে কুবুজা কান্ত, ব্রজপুরের বৃত্তান্ত, যে সুখেতে আছি হে গোকুলে। প্রাণে মাত্র নাহি মরি, বেঁচে আছি বংশীধারী, পড়ে তব আশা বৃক্ষতলে॥ ক্রমে ক্রমে আশা তরু, শুকাইয়ে হলো সরু, হেরে হরি নিরাশ ভাবিয়ে। কমলিনী প্রাণে মরে, তোমার বিচ্ছেদ শরে, জেনে কিহে জাননা কালিয়ে॥ ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দাবন, গোপ গোপী অচেতন, ভাসিতেছে নয়ন সলিলে। পশু পক্ষী নাহি রব, বৃক্ষে নাহিক পল্লব, অলিগণ বসেনা কমলে॥ আর শুন নৃপমণি, তব মাতা নন্দরাণী, অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে আছে। গান করি তব গুণ, পথে পথে সর্ব্বক্ষণ, উন্মাদিনী প্রায় ভ্রমিতেছে॥ নন্দ আর উপানন্দ, কান্দিয়া হয়েছে অন্ধ, সন্ধ তারা আছে কিবা নাই। শ্রীদামাদি যত সখা, তোমার বিহনে সখা, কান্দি বলে কোথায় কানাই। আর শুন বনমালী, চমৎকার কথা বলি, শ্রীমতীর নয়নের জলে। কহিব কি নটবর, নদী এক খরতর, আচম্বিতে হয়েছে গোকুলে॥ সে নদীর নাম

কূল, তরঙ্গে উভয় কূল, ভেঙ্গেছে হে দুঃখিনী রাধার। যা-বিলে হে সেই জলে, স্থলে অঙ্গ দ্বিগুণ জলে, জলে স্থলে একি অবিচার ॥ যদি সহে সে যাতনা, জলে নামি কেলে সোণা, অভিমান কুম্ভীর তাহায়। অকাতরে পায়ে ধরে, অভিমান সে কুম্ভীরে, প্রাণে বধ করে গোপিকায়। শুন শুন হৃষীকেশ, কহি শুন সবিশেষ, সে নদীর সকল কাহিনী ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণা হয়, গঞ্জনা মারুত বয়, ঝড়ে ডুবে অবলার তরণী ॥ নিবেদন করি শ্যাম, কেন তারে হলে বাম, কেন বাদ সাধিলে ব্রজেতে। দেহ মন সমর্পিয়ে, বিকাইয়ে রাঙ্গা পায়ে, নারিলেম তোমারে রাখিতে ॥ স্বর্ণলতা কমলিনী, তব প্রেমে কাঙ্গালিনী, তোমা বিনে জানেনাক আর। তোমার প্রেমেতে মজে, যেইজন কুলত্যজে, শেষে কি হে প্রাণে বাঁচা ভার ॥ কারে কর আদরিণী, কারে কর অনাথিনী, কখন কারে হওহে সদয়। কেমন নির্দ্দয় প্রাণ. হরিয়া পরের প্রাণ, পরে দেশ ছাড় দয়াময় ॥ করহ আপন পরে প্রিয়জন ত্যাগ করে, যে তোমারে অপ্রিয় না ভাবে। যে তোমার হয় প্রিয়, তারে কেন অপ্রিয়, ভাব কিছু নাহি পাই ভেবে এতদিন গোপীগণ, সেবিয়ে ও শ্রীচরণ, না পাইল স্থান শ্রীচরণে। কেমনে হে শ্যামরায়, কুব্জা কি গুণে তোমায়, বান্ধিলেক প্রেমের বন্ধনে ॥ ছিছি কৈতে লজ্জা হয়, রাই হতে কি কুব্জায়, ওহে বঁধু এত মধু আছে। কেমন প্রেমের ধারা, একেমন প্রেম করা, ব্যভারে ব্যভার জানা গেছে ॥ এবে জেনেছি শ্রীপতি, পুরুষ নির্দ্দয় অতি, দয়া ধর্ম্ম নাই শরীরেতে। নারীর সরল প্রাণ, নাহি হিতাহিত জ্ঞান, প্রাণ দেয় পুরুষের হাতে ॥ দেখহে চিকণ কালা, পতি মেলে কুল বালা, অনায়াসে মরে যে আগুণে। না ভাবে আপন প্রাণ, পতি লাগি দেয় প্রাণ, এমন সতী ন্য গুণে ॥ পুরুষেতে কে কোথায় নারী তরে সতী হয়ঃ কভু সখা শুনেছ শ্রবণে। কোথায় কেমন নারী এমন নাহিক হেরি, ধিক ধিক রমণীর

প্রাণে ।। এখন মনেতে করি, এবার [illegible] হরি, নির্দয় পুরুষ অঙ্গ হয় । এ লাঞ্ছনা এ গঞ্জনা, আর প্রাণে সহেনা, নমস্কার করি তোর পায় । নব নীরদ বরণ, ভাব মন অনুক্ষণ, কালের ভাবনা দূরে যাবে । ইহকাল সুখে যাবে, পরকালে মোক্ষ হবে, অনায়াসে বৈকুণ্ঠেতে রবে ।।

শ্রীকৃষ্ণের খেদ ।

রাগিণী খাম্বাজ । তাল মধ্যম ঠেকা ।

তুমি জেনে জাননা গো সজনী । আমি কভু ছাড়া নই রাধা রস বিলাসিনী ।। মম শরীরে শক্তি সে প্রকৃতি রূপা সুখদা মোক্ষদা প্যারী ভক্তি মুক্তি-প্রদায়নী ।। ধ্রু ।।

পয়ার । বৃন্দার বচনে কৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া । কহেন মথুরাপতি বিনয় করিয়া ।। ওগো বৃন্দে আর নিন্দে করোনা আমায় । শুনিয়া ব্রজের কথা প্রাণ দগ্ধ হয় ।। আহা মরি কি দশা হৈয়াছে আমা বিনে । ধিক মোর রাজ্য ধন ধিক মোর প্রাণে ।। মা যশদা পিতা নন্দ আমা বিহনেতে । কেমনেতে সজনী গো বাঁচে পরাণেতে ।। যে রূপ দারিদ্র ধন শুন প্রাণ সই । তেমনি গো নন্দ যশোদার আমি হই ।। আমা বিনা সে দোঁহার কিবা গতি আর । ভুলিয়া রয়েছি পেয়ে তুচ্ছ রাজ্যভার ।। প্রাণ কমলিনী সখী রয়েছে ব্রজেতে । শূন্য দেহে আমি সখী আছি মথুরাতে ।। শয়নে স্বপনে আমি রাধা রূপ হেরি । প্রাণে বাঁচি রাধা নামামৃত পান করি ।। শ্রীমতী শরদ শশী আমি গো চকোর । রাধা রাজা প্রজা আমি খ্যাত চরাচর ।। যেই রাধা সেই আমি দেহ ভিন্ন যেন । বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই গো কখন ।। ছায়া প্রায় শ্রীরাধার পিছে পিছে থাকি । অলি কি পদ্মিনী ছাড়া থাকে প্রাণসখী ।। শ্রীমতীর রাঙ্গা পায় বিক্রীত হয়েছি । রাধা হৈতে রাধানাথ নাম পাইয়াছি ।। রাই হৈতে প্রাণসখী [illegible] । চন্দ্রের তুলনা কি গো নক্ষত্রেতে হয় ।। [illegible]

লক্ষ নক্ষত্র গো উঠিলে গগণে। শোভা নাহি হয় কভু শশধর বিনে॥ জল বিনা শোভা কি গো পায় সরোবর। ফল ফুল বিনে কবে শোভে তরুবর॥ উচ্চ কুচ বিনা শোভা নারীর কি হয়। গুণ বিনা সুপুরুষ শোভা নাহি পায়। তেমতি আমার জান বিনা সে কিশোরী। কুব্জায় কি শোভা পায় এ মথুরাপুরী॥ হৃদয় নিকুঞ্জবনে আছেন কিশোরী। আনন্দে রাধারে লয়ে সুখে বিরাজ করি॥ মনোসুখে নানা ফুলে আভরণ গেঁথে। মনে মনে পরাই গো রাধার গলেতে॥ রাধাকৃষ্ণ একতনু জানিহ নিশ্চয়। চনকদলের ন্যায় ভিন্ন কিছু নয়॥ রসনা আমার ওরে বল কৃষ্ণনাম। নিরন্তর ভাব মনে ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের ভৎসনা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠেকা।

জানি শ্যাম রাধার ভালবাস হে যত। রাধায় মনে থাকিলে কি বনে সে কান্দিত। রাধাকান্ত রাধাকান্ত, হইলে নিতান্ত, তবে কি হে কুব্জা দাসী স্বতন প্রিয়সিনী হইত॥ ধ্রু॥

পয়ার। বৃন্দা বলে বংশীধারী কথা অপরূপ। অবলা পাইয়া বুঝি ভুলাও এরূপ॥ রাধা ছাড়া নও তুমি কেমনেতে হরি। তবে কেন রৈলে হেথা তারে পরিহরি॥ তারে ছাড়া নও তুমি যদ্যপি শ্রীকান্ত। তবে কেন তব খেদে কান্দে সে একান্ত॥ আস্তিকের টান কৃষ্ণ রাধায় থাকিলে। তবে কি সে প্যারী ত্যজে এখানে থাকিলে॥ মুখেতে যেমন কর্ম্মে যদি হয়। তবে কি গোপীর দশা এ প্রকার হয়॥ বাঁশীর গানেতে যারে করিলে উদাসী। তারে করি নিরাশ মহিষী কৈলে দাসী॥ যার মানে শ্যামরায় যোগী সেজে ছিলে। বিচ্ছেদের যত সুখ তাতো জেনে ছিলে॥ সে বিচ্ছেদের জ্বর খেদে দগ্ধ কমলিনী। সলিল বিহনে যেন শুকে কমলিনী॥ তাহার ঔষধ কৃষ্ণ আছে তব স্থানে। শীঘ্র করি চল লয়ে শ্রীমতীর স্থানে॥ যদি মনে থাকে কৃষ্ণ আমি

যদুপতি। কেমনে যাব তার কাছে হইয়া ভূপতি। সেওত সামান্যা নহে ত্রিলোকেতে জানে। পায়ে ধরে ছিলে বঁধু যার অভিমানে॥ পেয়ে ছিলে যার কাছে কোটালির ভার। তার কাছে যাওয়া বঁধু এত কি হে ভার॥ আগেমান রেখে যার বাড়াইলে মান। এবে দুঃখে ডুবাইয়া কর অপমান॥ তোমার রাজ্যেতে শুনি নাহি অবিচার। বিচার্য্য হইয়াছ কর রাধার বিচার॥ সাধি যার করে ধরে করিলা পিরীতি। তাহাকে ডুবানো কি রাখাল রাজনীতি॥ তব খেদে তার চক্ষে পড়ে জলধারা। তারে যে নির্দয় এত রাখালের ধারা॥ ওহে কৃষ্ণচন্দ্র তুমি গোকুলের চন্দ্র। অন্ধকার গোকুল বিহনে কৃষ্ণ চন্দ্র॥ বৃন্দাবনে যয়্যা ব্রজবাসী কর মুক্ত। কুব্জা রাহু হৈতে হও একবার মুক্ত॥ আর কথা বলি ওহে ত্রিভঙ্গ নাগর। নাগরীরে হেন করে কে কোথা নাগর॥ বিশেষ যে তোমা বই নাহি জানে মনে। তার কি হে মন সাধ থাকে মনে মনে॥ সে নারী কি গুণে তব জ্বলে নিরন্তর। তার আঁখি কখন না হয় নীরন্তর॥ আমি অতি মূঢ়মতি ভজন না জানি। ইথে যদি ত্রাণ পাই তবে নাম জানি॥

বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিঃ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তিওট।

সখী সে রাজ্যে নাহি সুখোদয়। যে রাজ্যে নাগর হয়ে কোটাল হয়। তাতেই অধৈর্য্য হয়ে, সে রাজ্য তেয়াগিয়ে, অপার্য্যে এই মধুরাজ্যে হয়েছি উদয়॥

ত্রিপদী। কৃষ্ণ কন ওগো বৃন্দে, কেন কর মিছে নিন্দে, তুমি কিগো জেনেও জনন। কৈতে হলো সে কাহিনী, না বলিলে ও সজনী, এলাঞ্ছনায় প্রাণ বাঁচেনা॥ শুন শুন প্রাণ সই, কই তবে সমুদই, তোমাদের সৌজন্যতা যত। চন্দ্রাবলীর ছল ধরে, রাধারে মানিনী করে, আমার অবস্থা কৈলে কত। সেনিকুঞ্জ হৈতে মোরে, দিয়েছিলে বাহির করে, সকলে ঐক্য [illegible]য়ে। তোমাদের গুণ যত, সকলি [illegible] [illegible] যাই না ভুলিয়ে। [illegible]

সখী, নাগরেতে বল দেখি, কে কোথা নারীর পায়ে ধরে। কে কোথা মানের তরে, যোগী সেজে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা ছলে মানভিক্ষা করে॥ সুখে আছি সহচরী, এসে এই মধুপুরী, ঘুচেছে গো পায় ধরা ধরি। কথায় কথায় মান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান, ও সজনী আর নাহি পারি॥ নিত্য হৈলে ঝাঁকাঝাঁকি, কেমনেতে প্রাণসখী, পুরুষের বাঁচে বলপ্রাণ। তাহাতে বিরাগী হয়ে, কংস যজ্ঞ ছল পেয়ে, এসেছি হে লয়ে নিজ মান॥ তোমাদের যত দোষ, ঢাকা দিয়ে সব দোষ, মিছে দোষী করহ আমারে। বুঝে যদি দেখ সই, আমি কোন দোষী নই, দোষী বিনা দোষ কোথা ধরে॥ পুরুষ পরেশ জাতি, স্বভাবে সরল অতি, দেখ সখী তহার প্রমাণ। দক্ষ যজ্ঞ যেই কালে, সতী শিব নিন্দা ছলে, অনায়াসে ত্যজিলেক প্রাণ॥ শুনিয়া সতীর নাশ, পরে সখী কৃত্তিবাস, নারী শোকে শোকাকুল হয়ে। দক্ষ যজ্ঞ নাশ করে, সতী দেহ শিরে ধরে, ভ্রমে হর কান্দিয়ে কান্দিয়ে॥ শিব সতী দেহ লয়ে, ক্ষেপাহর ক্ষেপা হয়ে, গুণ গায়ে করেন রোদন। নাহি ছাড়েন স্নেহেতে, শেষে চক্রী চক্রেতে, সতী দেহ কাটেন তখন॥ একান্ন খণ্ড হইল, যেখানে অঙ্গ পড়িল, মহাপীঠ হৈল সেই খানে। তবু শিব না ছাড়িয়ে, সেই সব স্থানে গিয়ে, ভৈরব হইল তা রক্ষণে॥ আর দেখ প্রাণসখী, শ্রীরামের সে জানকী, হরে লৈয়ে গেল লঙ্কেশ্বর। সীতা শোকে রঘুপতি, শোকেতে কাতর অতি, কেন্দে ভ্রমে অরণ্য ভিতর॥ সখ্য করে সুগ্রীবেরে, সীতার উদ্দেশ করে, সেতুবন্ধ কৈলা সাগরেতে। বানর সহায় করি, রাবণেরে বধ করি, তবে রাম উদ্ধারিল সীতে॥ দেখ দেখি প্রাণ বৃন্দে, পুরুষে না কর নিঃশেষ, পুরুষেতে যেমন সুজন। পিরীতের কেনা হয়, নারীর তরে প্রাণ দেয়, আপনারে না ভাবে আপন॥ এ বলে কি [illegible]রী, ত্যাজ্য আমার সে কিশোরী, কমলিনী আমা[illegible]। যে খানে সেখানে থাকি, রাধা [illegible] থাকি সু[illegible] না [illegible] নিশ্চয়॥ মন তোরে [illegible]

কুতূহলী, সংসারেতে ফলাসক্ত হও। সে মধু পান করিলে, কোন ফল নাহি মিলে, কৃষ্ণ পদাম্বুজে রত হও॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দার পুনরুক্তি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল জৎ।

ছলে কলে শ্রীরাধার হরিয়ে মান। পুনরায় শ্যাম-
রায় মনে ভাব অপমান। আহা আহা মরি মরি,
কিবে সরল তুমি হরি, বধে রমণীর প্রাণ আবার কর
অভিমান॥ ধ্রু॥

পয়ার। বৃন্দা কহে ওহে বঁধু বলিলে বিস্তর। এ কথাতে নটবর কি দিব উত্তর॥ তুমি সখা রসময় রসিক প্রধান। যেকথা কহিলে সখা শুনে জ্বলে প্রাণ॥ বল্লে যে রাধার মানে সেজেছিলে যোগী। সেই মধুপুরে এলে হইয়া বিরাগী॥ পায়ে ধরে শ্রীমতীরে সেধেছিলে বটে। তার জ্বালা তারে বিনে অন্যে নাহি ঘটে॥ ভেবে দেখ দেখি কৃষ্ণ তোমা বি-হনেতে। কে আর রাধার আছে এ তিন লোকেতে॥ কৃষ্ণ তুমি শ্রীরাধার মান অপমান। তাই হে তোমার বঁধু করে অভিমান॥ আপনি ত শ্রীরাধার মান বাড়াইলে। আদরিণী নাম তার আপনি রাখিলে॥ ভালবাস বলিয়ে হে তাই কম-লিনী। তোমার উপরে হয়েছিল হে মানিনী॥ তোমার রাধারে আর কোন প্রয়োজন। কুব্জারে লইয়ে হরি কর কালযাপন॥ তারে যত ভালবাস বুঝা গেছে ভাবে। রাধা মলে কৃষ্ণ তোমার কিক্ষতি হইবে॥ আর কৃষ্ণ রাধানামে কিবা সুধা আছে। প্যারী এখন বাসীফুল মধু ফুরায়েছে॥ বৃন্দাবনে ছিলে যবে নিকুঞ্জবিহারি। রাধা বলে রাধানাথ বাজাতে বাঁশরী॥ কও হরি সে বাঁশরী কি বলে বাজাও। কার গুণ শ্যামরায় মুরলীতে গাও॥ মরি মরি ওহে কৃষ্ণ কিগুণ তোমার। দোষ শূন্য কিবা দেখি কলেবর আর॥ সকল দোষের দোষী মোরা তব স্থান। সেধে নাকি দিয়েছি [illegible] কুল শীল মান॥ এই দোষে দোষী বুঝি হয়েছে কি [illegible] ভাল [illegible] গোপিকার ধরেছ শ্রীহরি॥ তোমার যে [illegible]

ধাঁরা অখল অন্তর। খলের বার্ত্তা কিছুই জাননা নটবর॥ বিবেচনা কর দেখি ওহে দয়াময়। তোমারে যে প্রাণ সঁপে সে প্রাণ হারায়॥ মবে মরুক সে রাধা হে তাতে নাই ক্ষতি। তাই বলি চন্দ্রাবলীর কি হবে দুর্গতি॥ যার তরে শ্রীমতীরে বিসর্জ্জন দিলে। তারে বা কোন বংশীধারী সুখেতে রাখিলে॥ কৃষ্ণ হে তোমার মত মন পেলে পরে। এর সমুচিত ফল দিতাম তোমারে॥ কি কহিব কুব্জাবে ওহে দয়াময়। এক জনের আশাধন কেমনেতে লয়॥ তারে মিছা দোষ। দই কর্ত্তা তুমি যার। যেমন দেব ভূষণ বাহন তেম্নি তার॥ হায়২ কি দুর্দ্দশা হয় মথুরার। চোরে করে রাজকর্ম্ম একি চমৎকার॥ গোষ্ঠে গোষ্ঠে রৌদ্রে মাথা শুষ্ক হৈত যার। তার শিরে রাজ ছত্র একি অবিচার॥ ওহে কৃষ্ণ তোমার আদ্যন্ত সব জানি। কে আর যমুনায় বল বাহিবে তরণী॥ রাজা হলে হলে বল্যে যাবেনা এ দোষ। চরাচর খ্যাত আছে তোমার পৌরুষ॥ গেল গেল দিন গেল ওরে মত্ত মন। দিনান্তরে কৃষ্ণ নাম কর উচ্চারণ॥

কুব্জার সহিত পুরবাসীর কথা।
রাগিণী বারোঁয়া। তাল খেমটা।

দেখসে কুব্জা এসো গো ত্বরায়। তোমার হরিকে
আজি হরে লয়॥ অকস্মাৎ এসে, পীতবাসে অনায়া-
সে, রমণী এক লয়ে যায়॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। কৃষ্ণ বৃন্দা দুজনায়, এই মত দ্বন্দ্ব হয়, দেখি পুরবাসী এক নারী। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, কুবুজারে সম্ভাষিয়া, কাতরেতে কহে ধীরী ধীরী॥ ওগো ওগো রাজরাণী, আজি বড় নৃপমণি, ঠেকেছেন দারুণ দায়েতে। ব্রজে হতে একনারী, বৃন্দা নামে অনুচরী, এসেছে গো রাজার সভাতে॥ কেনার অধিক চেয়ে, কত বলিছে রুষিয়ে, দেখে শ্যাম কাতর ভয়েতে। যেন গো ধারেন ধার, সে নারীর প্রেমধার, [illegible] কথার কথাতে॥ যে বুঝি বৃন্দার মন, তাহে বুঝি [illegible] আজি রাণী থাকে কিনা থাকে। [illegible] কর গো [illegible]

কুরাণী, চক্ষে নাহি দেখি শুনি, রমণীতে এমন ব্যাপিকে॥ বাক্যশরে নৃপতিরে, সদা জর জর করে, থর থর কাঁপয়ে রাগেতে। ঝর ঝর ঘাম ঝরে, শ্রীকৃষ্ণ মার্জ্জন করে, আপনার পীত বসনেতে॥ তোমা হৈতে প্রিয়জন, শতগুণে সেই জন, বোধ হয় ব্যভার দেখিয়ে। আজি বা দুকুল যায়, পুনঃ মুষিক হতে হয়, দেখে এসো কি কর বসিয়ে॥ গবাক্ষের দ্বার দিয়ে, শীঘ্র দেখে এসো গিয়ে, কালাচাঁদে গ্রহণ হয়েছে। বৃন্দা রাহু আচম্বিতে, আসিয়াছে সে গ্রাসিতে, কালশশী বিপাকে পড়েছে॥ ক্ষণেক যদি গো রাণী, স্থিতি করে সে কামিনী, সর্ব্বগ্রাস করিবেক চাঁদে। এবে কর দরশন, হইয়াছে যে গ্রহণ, শেষে কেন ডুবিবে বিষাদে॥ এতেক বচন শুনি, শিহরে নূতন রাণী, বলে ওগো কি কথা শুনালে। কোথা হৈতে এলো বৃন্দে, হরে লইতে গোবিন্দে, শূন্যাকার হেরি যে শুনিলে॥ আমাদের শিরোমণি, সেই বাঁকা নীলমণি, দেখে কেবা লোভিত হইল। চোরের উপরে চুরি, করে কেগো সহচরী, আমি তার কি করিব বল॥ যা করেন দয়াময়, তাই হইবে নিশ্চয়, কার কবে হন কেবা জানে। কে তাঁরে পারে লইতে, যদ্যপি না চান যেতে, যাইলে রাখিবে কোন জনে॥ হরিনাম জপ মন, এ সংসার অকারণ, সেই মাত্র সকল জানিবে। রবি সুতের মন্দিরে, যাইতে না হবে ফিরে, জঠর যন্ত্রণা দূর হবে॥

অক্রূরের প্রতি দূতীর ভৎর্সনা।

রাগিণী হেহাগ। তাল জৎ।

অক্রূর বল বল হে তোমার মন্ত্রণা কেমন। কৃষ্ণ ব্রজের জীবন, রাধার সাধের ধন, এনে অনায়াসে কুবুজার করে করিলে অর্পণ॥ ধ্রু॥

পয়ার। এইরূপে বৃন্দাদূতী কৃষ্ণের সভাতে। অক্রূরে হেরিয়ে কিছু কহে বিনয়েতে॥ ওহে মহাশয় বুঝি তুমি হে অক্রূর। ... বলে অক্রূর ওহে তুমি পূর্ণ ক... তুমি

না হে গিয়াছিলে শ্রীবৃন্দাবনেতে। তোমা হৈতে গোপিকার এদশা ব্রজেতে॥ কিগুণেতে তেমোয় ধার্ম্মিক লোকে কয়। বুঝেছি তোমার যত আছে ধর্ম্ম ভয়॥ ধর্ম্ম ধর্ম্ম ভয় যার থাকে হে শরীরে। সে নাকি এমন করে নারী বধ করে॥ আমাদের প্রাণধন নন্দের নন্দন। পরধনে লোভিত হইলে কি কারণ॥ মন্ত্রণা করিয়া ছলে এনে কৃষ্ণধন। কেমন করে কুবুজারে করিলে অর্পণ॥ মনেতে তোমার কিছু দয়া না হইল। বিধি কি তোমার মন পাষাণে গঠিল॥ অক্রূর সরল ওহে যেই জন হয়। সে কভু হে এ আগুণে হাত নাহি দেয়। ধর্ম্ম ভয় যে জনার থাকয়ে মনেতে। সে কি পারে হেন রূপ অবলা মজাতে॥ অক্রূর ধরিয়া নাম হলে তুমি খল। আছে যত ধর্ম্ম ভয় জেনেছি সকল॥ তোমার মালায় ধিক ধিক তিলকেতে। ধিক তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম ধিক ধর্ম্ম পথে॥ তোমারে আমারে ধিক ধিক শ্রীকৃষ্ণেরে। ধিকাধিক ততোধিক ধিক শ্রীরাধারে॥ যদি বলি শ্রীমতীরে ধিক দিলে কেন। তাহার বৃত্তান্ত কিছু তবে কহি শুন॥ রাধারে দিলেক ধিক এই সে কারণে। কেন প্রেমে মজেছিল লম্পটের সনে॥ যেতারে না মনে করে কেন তার তরে। প্রেম দায় প্রাণ দেয় আত্ম ভেবে পরে॥ কৃষ্ণেরে দিলেক ধিক এই মর্ম্ম তার। না রাখেন সে জন শরণাগত তাঁর॥ ধিক দিলেক আপনাকে বিবেকী হইয়ে। পরে অক্রূরের কথা শুন মন দিয়ে॥ এত যদি বৃন্দাদূতী কহিল অক্রূরে। শুনিয়া অক্রূর তবে প্রত্যুত্তর করে॥ কেন বৃন্দে কুবচন বলহ আমারে। আমি হে অক্রূর ক্রূর নাহিক শরীরে॥ তোমাদের ভাগ্য হৈতে এসেছেন হরি। মোরে কেন মিছা দোষে নিন্দহ সুন্দরী। কংসেরে বধিয়া কৃষ্ণ শত্রু বিনাশিল। আপনার পিতা মাতা উদ্ধার করিল॥ কুব্জারে আপনি রাণী করেছেন হরি। ভক্ত বৎসল ভক্ত বাঞ্ছা সিদ্ধিকারী॥ ভক্ত প্রেম ডোরে বাঁধা কালীয় দমন। ভক্তি ভাবে যেই ভাবে তার উনি ... কথন হন কেবা গুণ জানে। দুঃখীরে করেন

দুঃখী সুখী দুঃখী জনে ॥ অপার সংসার মন যদি হবে পার। দিনান্তরে কৃষ্ণ বলে ডাক এক বার ॥

উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথোপকথন।

রাগিণী মূলতান। তাল খয়েরা।

কি কারণে উদ্ধব রহিলে হে মৌন মনে। আপনিতো ব্রজের দশা দেখে এসেছ নয়নে ॥ তাই ভাবি হে এখন, যাদের কাল বরণ, তারা কি হে সবাই সমান দয়া মায়া হীনে ॥ ধ্রু ॥

লঘু-ত্রিপদী। তবে বৃন্দাদূতী, উদ্ধবের প্রতি, করুণা বচনে কয়। কও কি লাগিয়ে, নিরব হইয়ে, রহিলে হে মহাশয় ॥ তুমিতো যাইয়ে, এসেছ দেখিয়ে, গোকুলের সমাচার। আছি গোকুলেতে, মোরা যে সুখেতে, যেই দশা শ্রীরাধার ॥ জেনে কি জাননা, সে কথা বল না, তোমাদের ভুপতিরে। মৌন হৈয়ে কেন, রও কি কারণ, কেন বাক্য নাহি সরে ॥ কিছু উপকার, কর অবলার, উপকারে ধর্ম্ম হয়। মোরা হে রমণী, অত্যন্ত দুঃখিনী, নাহিক কোন আশ্রয় ॥ কালাচাঁদ লাগি, হয়ো সর্ব্বত্যাগী, কুলেতে কালি দিয়াছি। কোথায় দাঁড়াব, কার কাছে যাব, কেমনেতে বল বাঁচি ॥ অনুভব করি, নির্দয় শ্রীহরি, আর নাহি ব্রজে যাবে। সদয় হইয়ে, নির্জ্জনে লইয়ে, বুঝায়ে বল মাধবে ॥ পুণ্যবান তুমি, শুনেছি হে আমি, তব বশীভুত হরি। অবলার তরে, অনুগ্রহ করে, কও কিছু সহকারী ॥ তুমি বুঝাইলে, যদি হে গোকুলে, যান গোকুলের পতি। রহে মম মান, বাঁচে রাধার প্রাণ, হইবে তব সুখ্যাতি ॥ যাবৎ বাঁচিব, তব গুণ গাব, এ যদি পার করিতে। মেদিনী পুর্ণিত, হইবে নিশ্চিত, তব গুণ সৌরভেতে ॥ যার তরে মোরা, হতেছি হে সারা, তার তো শুনিলে কথা। হরে কুল মান পুনঃ হৈল মান, কি আর কহিব কথা ॥ কালার ব্যভার, দেখিয়ে আমার, হেন ইচ্ছা হয় মনে। কথা না কহিয়ে, যাই হে চলিয়ে, নয়ে মরুক রাধার প্রাণে ॥ ছিছি এর সনে, বাক্য [illegible]

নাহি কোন প্রয়োজন। যা আছে ভাগ্যেতে, কে পারে খ-ণ্ডাতে, বিধাতার যে লিখন।। যদি প্রাণ যায়, বিরহ জ্বালায়, তাও বরং প্রাণে সবে। ওরে সাধিব না, দুঃখ জানাব না, ইথে যা হবার হবে।। দয়া মায়া যত, ওঁতে অবস্থিত, যেমন আছে জেনেছি। কথার কৌশলে, বুঝেছি হে ছলে, ও প্র-শ্বাস ছাড়িয়াছি।। আমরা কামিনী, মিছা কাঙ্গালিণী, হই কেন কার তরে। সে কেও বোঝেনা, মনেও করেনা, পরের যে ভাব পরে।। পরেরে আপন, ভাবয়ে যে জন, সে জন নির্ব্বোধ অতি। তবু সে প্রত্যাশ, না ছাড়ে আশ্বাস, কি জানি হে কি কুরীতি।। ইচ্ছা হয় যেতে, পুনশ্চ ব্রজেতে, না যায় তাতে কি ক্ষতি। বিভব বেড়েছে, সম্মান হয়েছে, নাম হ-য়েছে নৃপতি।। আরতো এখন, গোষ্ঠে গোচারণ, শ্যাম নাহি পড়ে মনে। আহিরীর নারী, কেমনেতে হেরি, ব্যভার করে এক্ষণে।। মোরা লজ্জাহীন, তেঁই জন ভিন, তার আশা কেন করি। সহজেতে নারী, বুঝিতে হে নারি, অতি অল্প বুদ্ধি ধরি।। গুণের সাগর, ত্রিভঙ্গ নাগর, যেমন প্রকাশ হৈল। আমি কি কহিব, শুন হে উদ্ধব, তিন লোকেতে জানিল।। দুঁকেতে হাসি পায়, একি খাট দায়, এ কথা কহিব কায়। ও পদে যে জন, লয় হে শরণ, তার কি এ দশা হয়।। এমন রাজার, না দেখি বিচার, কভু প্রজার উপরে। এই মুখে-তেজো, করেন রাজত্ব, কংসের এ অধিকারে।। কুবুজা লইয়ে নিরুদ্বেগ হৈয়ে, থাকুন মথুরাপতি। গৃহে চলে যাই, এথা কাযনাই, হকু মোর যেহুর্গতি। গিয় বৃন্দাবনে, আপন নয়নে, দুঃখ দেখেছ আমার।। তবে যদি বল, মোরে কেন বল, এই সে কারণ তার।। তাই হে তোমারে, জানাইনু ফিরে, ইথে মেরা মনে লয়। মথুরা মধ্যেতে, সব শরীরেতে, আছে কিছু [illegible]তর।। তবে বুঝা ভার, কাল রূপ যার, তার মন কেবা [illegible]। কাল যে বরণ, তারে হে কথন, ভাল নাহি হয় মনে।। [illegible] মন, বিষয়াকিঞ্চন, ত্যাগ কররে যতনে। কৃষ্ণ [illegible] শরণে।।

বৃন্দার প্রতি উদ্ধবের উক্তি।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ওগো বৃন্দে সই আমায় দোষী কর অকারণে। কৃষ্ণ কার নহে বাধ্য অসাধ্য সাধি কেমনে॥ শুন সার বলি তোমায়, বংশীধারী বক্র যায়, কে করিবে রক্ষা তায়, কি হবে কাঁদিলে বনে॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। বৃন্দার বচন, শুনিয়া তখন, উদ্ধব বিনয়ে কয়। শুন বৃন্দাদূতী, রাধার দুর্গতি, দেখিয়াছি মিছা নয়॥ মোর বাক্যে দূতী, যদ্যপি শ্রীপতি, যাইতেন ব্রজপুরী। তবে এত দিনে, এনীল রতনে, পাইতেগো সহচরী॥ আমি দেখে এলে, কৃষ্ণকে কহিলে, তবেতো এসেছ তুমি। যাইবার হৈলে, তবে কোন কালে, লৈয়া যাইতাম আমি॥ পরিশ্রম করি, ওগো সহচরী, কেন এলে মধুপুরে। আমিতো যাই-য়ে, এসেছি কহিয়ে, আর পাবেনা শ্যামেরে॥ কেন কুবচন, বল অকারণ, তোমাদের দিন গেছে। কান্দিলে কি হবে, এক্ষণে না পাবে, যে পর্য্যন্ত ভোগ আছে॥ কেন অকারণ, করহ রোদন, গমন কর স্বস্থানে। ব্রজ লীলা শেষ,করে হৃ-ষীকেশ, এরেএলেন এখানে॥ অতএব সখী, কেন বল দেখি, আত্মনাদ কর আর। আমা হৈতে বল, হইবে কি ফল, কি-বা সাধ্য হে আমার॥ যাহার নামেতে, তরে বিপদেতে, সে যারে বক্রতা হয়। তারে কোন জন, করিবে রক্ষণ, হেন জন কে আছয়॥ ও প্রাণ সজনী তিনলোকে যিনি, বুদ্ধি বল দান করে। আমি গো সে জনে, বুঝাব কি গুণে, মিথ্যা কেন বল মোরে॥ যা জান মনেতে, বলহ সাক্ষাতে, আমারে কেন জড়াও। সাধ্য তব থাকে, বল সখী ওঁকে, নে যেতে পার নে যাও॥ আমি হে যেমন, হেন কত জন, আছে এ মথুরাপুরে। কি করিব সখী, উপায় না দেখি, কি হবে জা-নালে মোরে। তোমাদের মন, করিয়ে হরণ, যে জন ক-রেছে দুঃখী। যেই ইচ্ছা হয়, করহ তাহায়, দুঃখী নই ইথে সুখী॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল খেমটা।

কৃষ্ণ এই কি মনে করিয়েছিলে। বধে কুলবালা, ওহে কালা, শেষকালে দেশ ছাড়িলে॥ ছিছিছি শ্যামরায়, ইথে কি ধর্ম্ম সয়, তুমি হে কেমন দয়াময়, ব্রজের লীলা ভুলে, আসি বলে রাধায় ভাসায়ে এলে অকূলে॥ ধ্রু॥

পয়ার। উদ্ধবের কথা শুনি বৃন্দা বিনয়েতে। নিবেদন করে শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে॥ বৃন্দা কহে শ্যামরায সকলি শুনিলে। উদ্ধবের কথা শুনি তুষ্টতো হইলে॥ আমি সেটা মনে জানি তোমার যে মন। তবু এসেছিহে করিতে সন্দেহ ভঞ্জন॥ ভাল ভাল তাতে খেদ মনে নাহি করি। কিন্তু এক কথা আছে শুন ওহে হরি॥ গোকুলেতে রাধাকৃষ্ণ ছিল রাধা হৈতে। তব নাম ছিল রাধা নামের পশ্চাতে॥ রাধার আদরে লীন হৈয়ে ছিলে হরি। পুনঃ সে আদর বধূ লৈয়েছতো হরি॥ এবেত কুবুজা রাণী ওহে নিরদয়। বল দেখি শুনিহে নামের পরিচয়॥ কও কি নামে বিকাও মদন মোহন। কোন নাম পরে নাম করেছ ধারণ॥ কুব্জা কৃষ্ণ কহে কিহে রাধা নাম গেছে। কিম্বা কৃষ্ণ পুর্ব্বমত রাধাকৃষ্ণ আছে॥ যত্নে কৃষ্ণ যার নামে নিজ নাম দিয়ে। আপনি হইলে খাট যে নাম লাগিয়ে॥ শেষে কৃষ্ণ অনায়াসে ডুবাও সে নাম। দিন রবেনা হে স্মরণার্থে রবে নাম॥ বিরহ জ্বরেতে প্রাণ গেল গোপিকার। ইথে কিছু পুরুষার্থ হবেনা তোমার॥ লোকেতে কহিবে তোমায় রমণী ঘাতক। ভুগিতে হইবে শ্যাম ঘোর পাতক॥ শরণাগতারে ত্যাগ করে যেই জনে। তার সম মূঢ় নাহি এতিন ভুবনে॥ কীর্ত্তিযশা গজীবতি সহ শ্রীহরি। কীর্ত্তির গুণেতে নাম থাকে বরাবর। ভাল মন্দ দুয়ের ঘোষণা থাকে যায়। অবশ্য এ কথা লোকে কবে শ্যামরায়॥ প্রেম খেদে মোরা যদি মরি হে শ্যামলো অবশ্য ব্যাখ্যা করিবেক সর্ব্বজনে॥ পরোপকারার্থে

প্রাণ গেলে খেদ নাই। গুণাগুণ বেঁচে তব রবে হে কানাই॥ তাই বলি বঁধু তুমি কি গুণ সাগর। ফাঁকি দিয়ে ভাল নাম রাখিলে নাগর॥ তব সঙ্গে কথা কহা নয় বনমালী। প্রাণ কেন্দে কেন্দে উঠে পুনঃ তাই বলি॥ বোবার মতন কেন রহিলে বসিয়ে। প্রত্যুত্তর কর কিছু যাইহে শুনিয়ে॥ যেন কত শিষ্ট শান্ত সরল সুজন। দোষ হীন জন যেন তেমতি লক্ষণ॥ কি গুণে তোমার গুণে তবু ঝুরে মরি। ইহার মরম কিছু বুঝিতে না পারি॥ এমন কুচ্ছিত প্রেম কে ইহা সৃজিল। আমাদের বলে নয় কত দেখা গেল॥ দেখ রবি কিরণে পদ্মিনী প্রকাশয়। পিরিতের গুণে সারাদিন দগ্ধ হয়॥ চাতকিনী অন্য বারি না করে ভক্ষণ। উদ্দেশে ধেয়ায় নবনীরদ কারণ॥ চকোরী ক্ষুধিত থাকে চন্দ্র সুধা বিনে। তবু আশা নাহি ছাড়ে প্রেমের কারণে॥ পতঙ্গ অনলে দেখ পুড়ে হয় খুন। তথাচ ভয়ার্ত্ত নহে দেখিলে আগুণ॥ তাই বুঝি সত্য ত্যাগ করিতে না পারি। কর্ম্ম গুণে তব সনে দ্বন্দ্ব করি হরি॥ ওরে ভ্রান্ত মন জপ রাধাকৃষ্ণ নাম। অন্তে না কৃতান্তে ছোঁবে পাবে মোক্ষধাম॥

বৃন্দার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল জৎ।

শুন শুন গো প্রাণ সজনী। আমি দেহ প্রাণ
কমলিনী॥ জাগ্রতে স্বপ্নেতে, ধ্যানেতে জ্ঞানে-
তে, রাধা ভিন্ন অন্য নাহি জানি॥ ধ্রু॥

লঘু-ত্রিপদী। বৃন্দার বচন, করিয়া শ্রবণ, উত্তর করেন হরি। ওগো দূতী কেন, বিনা দোষে হেন, কটু কহ সহচরী॥ বৈস স্থির হয়ে, রোষ তেয়াগিয়ে, সহজে অবলা জাতি। কিছুই বুঝনা, বুঝিতে পারনা, দ্বন্দ্ব কর গো কি রীতি॥ হেওনা উতলা, হইলে চঞ্চলা, কর্ম্ম সুসাধ্য না হয়। তুমিতো গো দূতী, বটে বুদ্ধিমতী, তব যোগ্য এত নয়॥ ধরে মোর দোষ, তুমি কর রোষ, কি করিতে আমি পারি। তোমাদের কাছে

সেই রূপ আছে, যদি বুঝ গো বিচারি ॥ মথুরায় দুতী, হয়েছি ভূপতি, সব কি গেল তা বলে। তব রাজা স্থান, আছে মোর প্রাণ, বাঁধা সে পদকমলে ॥ রাজ্য ছত্র ধন, সব সে কারণ, সেই রাধারি ইচ্ছাতে। কহিব গো কত, মোর সাধ্য যত, সবতো জ্ঞাত তোমাতে। রাই আজ্ঞা লয়ে, কোটাল হইয়ে, কুঞ্জে করেছি রক্ষণ। ত্যজি নিজ মান, রাখি সে সম্মান, সাধিনু ধরে চরণ ॥ রাই বিনা আর, কি গতি আমার, তাকি জাননা গো সখী। ত্যজিয়ে সে নাম, লয়ে কোন নাম, মম নামাগ্রেতে রাখি ॥ সেই সে আমার, আমি গো তাহার, সময়ে হবে ঘটনা। ভবে যে এক্ষণে, দুঠেঁয়ে দুজনে, কি জানি বিধির মন্ত্রণা ॥ সেই কমলিনী, জিনি কমলিনী, আমি জান সরোবর। ওগো সহচরী, কি ভয় রাধারি, হকু হই স্বতন্তর ॥ না বুঝিয়ে মর্ম্ম, করেছি এ কর্ম্ম, সকলি কি ভুলে গেলে। সেই সব হবে, সকলি হে সবে, মিছামিছি গালি দিলে ॥ শুন সহচরী, এক ভাবে নারি, চিরকাল কাটাইতে। সে কর্ম্মেতে দূতী, নাহিক সুখ্যাতি, কুখ্যাতি করে জগতে ॥ শুন সহচরী, এই হেতু ডরি, আর ইচ্ছা নাহি হয়। শিশুকালে যত, হয়েছে কুরীত, পশ্চাতে তত না রয় ॥ সকলে গোকুলে, মোর নামে জ্বলে, কেহ না বিশ্বাস করে। আমি দুরাচার, রমণী সবার, হয়েছি হে ব্রজপুরে ॥ ছিছি পরধন, করেছি হরণ, নব যৌবনের জোরে। বিধাতার পাশে, শেষে অনায়াসে, ভুগিতে হইবে মোরে ॥ এবে গো সজনী, জ্ঞান প্রদায়িনী, কাত্যায়নীর ইচ্ছাতে। সে কর্ম্মে এখন, রত হৈতে মন, নাহি চাহে কোন মতে ॥ পরহিংসা আর, করিতে আমার, সাধ নাহি উপজয়। পরেরে সন্তাপ, দিলে তার শাপ, অবশ্য ভোগিতে হয় ॥ অতএব সখী, অন্য স্থানে থাকি, দুনাম না সহে প্রাণে। একত্র স্থিতিতে, লোভ জন্মে চিত্তে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানে ॥ কিছু দিন সখী, এইরূপ থাকি, ঢেকে যাবুক কুখ্যাতি। পরেতে যেমন, হইবে তখন, যাইরে করা তেমতি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল বাহার আড়া।

কে বুঝে তোমার লীলা মুরারি। মর্ম্ম ভেদ করে
রাধার হলে এখন ধর্ম্মাচারী॥ দয়াবন্ত শিষ্টশা-
ন্ত, যেমন তুমি রাধাকান্ত, জানা গিয়াছে নি-
তান্ত, রাধার দশা হেরে হরি॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। শুনি বৃন্দা কয়, ওহে রসময়, একি হে কথা শুনা-
লে। একে জ্বলে মরি, ওহে বাঁকা হরি, দুঃখের উপরে
হাসালে॥ এত ধর্ম্ম ভয়, কহ রসময়, কত দিন হইয়াছে।
মিছা জানাওনা, ছলনা করনা, সকলি হে জানা আছে॥ পর
দুঃখেদুঃখী,হওয়া বাঁকা আঁখি, আছে কিহে তব মত। আহা
মরি মরি, সম্প্রতিতো হরি, কংসের করেছ হত॥ কোন
জ্ঞানে হরি, নিজ করে করি, রজকেরে সংহারিলে। এ কর্ম্মে
শ্রীপতি, বড়ই সুখ্যাতি, তব হয়েছে ভূতলে॥ ছিছি রসরাজ,
তুমি হে নির্লাজ, তাই এত কথা কও। হই বটে নারী, বুঝি-
তে হে পারি, ও কথাতে কি ভুলাও॥ পূর্ণ কুৎসা যায়, ওহে
শ্যামরায়, এ কথা তার কি দায়। একি হে কৌতুক, শুনে
বাড়ে দুঃখ, যে না জানে বল তায়॥ আত্ম বিবরণ, আপনি
বর্ণন, করিলে বড় না হয়। তুমি হে যেমন, জানে সর্ব্ব জন
কেন দেও পরিচয়॥ ভাঙ্গিলে হে মন, হয় কি এমন, ধন্য
দেই কুবুজারে। ওহে গুণনিধি, এমন ঔষধি, দিয়াছেন হে
একেবারে॥ আমাদের উপরে, যেন বিষ করে, পেয়েছিলে
কোথাকারে। ব্রজের বৃত্তান্ত, হৈলে হে শ্রীকান্ত, যেন বজ্র
পড়ে শিরে॥ কেমনে বলিলে, তব নামে জ্বলে, সর্ব্ব জন
গোকুলেতে। কি কহিব হরি, গেলে ব্রজপুরী, সকলি পাও
দেখিতে॥ এই দেখ হরি, হৈয়ে কুলনারী, রাজ সভাতে
এসেছি। বুঝে দেখ মনে, তোমার কারণে, যে সুখেতে
সবে আছি॥ তুমি দয়া হীন, মোসবারে ভিন, ভাব আপনা-
র গুণে। কালে সব হয়, তব দোষ নয়, কি না হয় বল ধনে॥
ভূপতি হইয়ে, কুবুজা লইয়ে, সুখে থাক থাক শ্যাম। আমিনী

যে জনা, তাহারে বঞ্চনা, করে হৈলে হও বাম ॥ কিন্তু দয়াময়, এই খেদ হয়, মনো সাধ রৈল মনে। সুবর্ণ পিঞ্জরে, লৈয়ে, বায়সেরে, বসাইলে হে যতনে ॥ এই সিংহাসনে, শ্রীরাধার সনে, বসিতে হে যদি হরি। তবেত সফল, হইত সকল, এ রাজ্য ধন তোমারি ॥ অরে মূঢ় মন, বিষয়াকিঞ্চন, ত্যাগ করহ যতনে। কৃষ্ণপদে রত, হও অবিরত, জয়ী হইবে শমনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার ব্রজে যাইবার কথা।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

সম্প্রতি শ্রীপতি বলো ব্রজে যাবে কি না যাবে।
অনাথিনী আহারিণী নারীগণে কি মজাবে ॥ যে -
বুঝি তোমার পণ, পাইয়ে কুবুজা ধন, ত্যজিলে
শ্রীবৃন্দাবন, হেন লয় মন। শ্রীমুখেতে প্রকাশিয়ে,
যা হয় বল হে কালিয়ে, আমি গৃহে যাই চলিয়ে,
প্যারী নয় মরে মরিবে ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। পুনঃ বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণেরে কহে ক্রোধ মনে। অহে বঁধু কাযের কথা বলহ এইক্ষণে ॥ যাবে কি না যাবে শ্যাম শ্রীবৃন্দাবনেতে। সত্য করে বল সখা শুনি শ্রীমুখেতে ॥ বুঝেছি হে অভিপ্রায় আর নাহি যাবে। না করিবে অভাব কুব্জার নব ভাবে ॥ বুঝেছি হে আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে। কুব্জার কুণ্ডেতে কালো মাণিক ডুবেছে ॥ আর নাহি পাব ধন সে কুণ্ড হইতে। নাহিক সে ধন ভোগ রাধার ভাগ্যেতে সে হেন রমণী কৃষ্ণ তব ভাগ্যে নাই। হকু হকু সুখে থাক তাই মোরা চাই ॥ তোমার সুখেতে সুখী দুঃখী তব দুঃখে। তুমি সুখে থাকিলে হে সুখী সেই সুখে ॥ কিন্তু কৃষ্ণ মনে মনে এই খেদোদয়। এবে বুঝি প্রেমব্রত উজ্জাপন হয় ॥ আর নাহি রমণীতে মজিবে পিরিতে। খোঁটা দিলে শ্যাম সখা পিরিতের ব্রতে ॥ কৃষ্ণ কন সহচরী কেন বার বার। ঐ কথা পুনঃ পুনঃ নিন্দা কর আর ॥ মিছা দ্বন্দ্ব কেন কর আমার সহিতে। তোমায় যে অপারক হৈলাম বুঝাতে ॥ কোন অভিপ্রায় তুমি বুঝিলে গো মনে। আর আমি যাব নাহি

ছুখ বৃন্দাবনে॥ তিলেকের বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই। স্বরূপ জানিহ মনে ওগো প্রাণ সই॥ অতএব ধৈর্য্য ধরে যাও সহচরী। বুঝাইয়া রাখ গিয়া রাইকে যত্ন করি॥ দেখিতে আমারে সখী যদি ইচ্ছা হয়। নয়ন মুদিয়া দেখো দেখিবে আমায়॥ হৃদি কুঞ্জারণ্যে আমি হইব উদয়। মনসূতে মালা গেঁথে সাজাও আমায়॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি নিষ্ঠুর উত্তর। নীরবে রহিল বৃন্দা না দিল উত্তর॥ মনে মনে সব আশা নিরাশ হইল। আশা বৃক্ষ কৃষ্ণ বাক্য কুঠারে কাটিল॥ চতুর্দ্দিগে অন্ধকার করে নিরীক্ষণ। প্রজ্জলিত হইল বিচ্ছেদহুতাশন॥ তবে বৃন্দা নিরাশ্রয় মনেতে ভাবিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে প্রণাম করিয়ে॥ বিদায় হইয়া বৃন্দা বিমুখে চলিল। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণদাস ভাষাতে রচিল॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুব্জার কথোপকথন।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া

কৃষ্ণ বলো হে আমায়। কোথাকার এক নারী
নাকি লৈতে এসেছিলো তোমায়॥ তব সহ করে
দ্বন্দ, কত বলে গেল মন্দ, শুনে মনে হয় সন্দ,
পাছে লয়ে যায়॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। বৃন্দারে বিদায় করি, অন্তঃপুরে যান হরি, দেখে কুব্জা কাতরেতে বলে। কহ দেখি নৃপমণি, সভার বৃত্তান্ত শুনি, কেটা এসেছিল বৃন্দা বলে॥ মহারাজ কিসের তরে, তোমারে ভৎসনা করে, সে নারীর করেছ কি ধার। কেবা সেই হয় নারী, কার বা সে অনুচরী, তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক তার॥ রাজা হয়ে অনুযোগ, কে কোথায় করে ভোগ, নারীর কে এত রাখে মান। অনুভাবে বোধ করি, নহে সে সামান্যা নারী, বুঝেছি হে হবে মান্যমান॥ ভাবে বুঝি আছে সখ্য, প্রেমপক্ষে সে স্বপক্ষ, কারু যেন পক্ষ সে সুন্দরী নিগূঢ় ভাব না থাকিলে, এত কেবা কারে বলে, কেবা এত সয় ওহে হরি॥ অবশ্য হে বংশীধারী, তব প্রেমের ভিক্ষারি, সে নারী কি হবে অন্য জন। ভালবাসা না থাকিলে, প্রেমের

রাধা কি বলে, হলোতে হে হলে তব মন। যেন হে উভয়ের জ্বালা, ওহে মহারাজ তুমি, ভাল যেন ভালবাসা আছে। মজা প্রেমে দাগা দিয়ে, কার এসেছ কাঁদিয়ে, সে রমণী আছে কি মরেছে॥ হলে পিরিতে বিচ্ছেদ, উভয়ের রাজ্যে খেদ, তিলেকতরে কেহ নহে সুখী। ফলে ফুলে মজায়েছ, করে প্রেম ভাঙ্গিয়াছ, আপনিত আছ দেখি সুখী। যথার্থ পিরিত হৈলে, সে প্রেমে বিচ্ছেদ পেলে, উভয় সমান ভোগ ভোগে। এত সে বিচ্ছেদ নয়, অনুভাবে বোধ হয়, যে নহে বিরাগী কোন রাগে॥ কিম্বা ওহে দয়াময়, ধ্যান দেখে জ্ঞান হয়, তোমার সে তুমি নহ তার। উভয়ে থাকিলে টান, সে প্রেমে না হয় মান, বিচ্ছেদের নাহি ধারে ধার দেখ হে মথুরা পতি, দেখে শুনে হই ভীতি, আমি অতি দুখিনী রমণী। যেন হে স্বভাবে রই, এ কর্ম্মের কর্ম্মী নই, বিচ্ছেদেতে বড় ভয় গণি॥ এত যদি কুব্জা রাণী, হৈল বলিয়া মানিনী, উত্তর করেন তবে হরি। শুন কুব্জা দিয়ে মন, সে নারীর উপাখ্যান; মানামান বটে সে সুন্দরী॥ আমার প্রেমের রাজা; বৃন্দাবনে রাই রাজা, বৃন্দা তাঁর প্রধানা সঙ্গিণী। সেই রাজা শ্রীরাধার, ধারি আমি প্রেমধার, প্রেম মহাজন কমলিনী॥ আমি এসেছি পলায়ে, সে রাজারে না বলিয়ে, তাই বৃন্দা এসেছিল লৈতে। তাই সয়ে বাক্যবাণ, সে নারীর রেখে মান, তুষেতেষে বলিলাম যেতে॥ যার ধার করিতে হয়, সে যদ্যপি কটু কয়, তাতে ক্রোধ না করে পণ্ডিতে। প্রেয়সি লো সে সময়, যেন শব হতে হয়, সে বচন না শুনি কানেতে॥ শুনি কুব্জা তুষ্ট হৈল, মানাগুণ নিভে গেল, পুলকে পুরিল সর্ব্ব কায়। কৃষ্ণ রূপ রেখে হৃদে, কৃষ্ণ বলে কাঁদি মুদে, কৃষ্ণদাস যেন কৃষ্ণ পায়॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পুনঃ কথন।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া।

শ্যাম জান্তে এলেম তাই। পাপের ভাগী কেবা হবে প্রাণে মলে রাই॥ মরে মরুক কিশোরী,

তাহে প্রেম নাহি করি, তুমি সুখে থাক হরি,
তোমারি মঙ্গল চাই। ধ্রু॥

পয়ার। এই রূপে কৃষ্ণ কুবুজারে বুঝাইয়ে। পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসিলেন গিয়ে॥ অনুচর কত করে চামর ব্যজন। পাত্র মিত্র লইয়ে করেন আলাপন॥ ইতিমধ্যে পুনঃ বৃন্দে আসি উপস্থিত। দেখি কৃষ্ণ সভাশুদ্ধ হৈল চমকিত॥ কৃষ্ণ কন কহ বৃন্দে কিসেরকারণে। কি হেতু আইলে পুনঃ কি ভাবিয়েমনে॥ বৃন্দা বলে শ্যামসখা ভেবনা মনেতে। আসি নাই কৃষ্ণ কিছু ধন কড়ি লতে॥ তোমার ধন তুমি ভোগ কর ওহে হরি। তব ধনে আমি কিছু নই অংশীদারী॥ রাজা হও রাণী পাও সদা থাক সুখে। নূতন ধন খাইও কিন্তু কিছু রেখে ঢেকে॥ অযতনে যেন কুবুজার প্রেমধন। এমন করে বিচ্ছেদেরেকরোনা অর্পণ॥ ধনে জনে কৃষ্ণ হে তোমার যে যতন। রাধা হতে জ্ঞাত হয়েছি হে বিলক্ষণ॥ সে কথায় কৃষ্ণ আর নাহি প্রয়োজন। যে হেতু এসেছি শুন করি নিবেদন॥ তুমিতো হে ব্রজনাথ ব্রজেনাহি যাবে। শ্রীরাধার পক্ষে আর সাপক্ষ না হবে॥ ঠারে ঠোরে শ্রীমুখেতে করেছ প্রকাশ। সে আশায় বংশীরধারী হৈয়াছি নৈরাশ॥ আর হে যাইতে ব্রজে কবনা মুরারি। যা থাকে রাধার ভাগ্যে তাই হবে হরি॥ কি হবে তোমারে কৃষ্ণ বিপদ জানালে। কোন ফলাফল নাই ভস্মে ঘৃত দিলে॥ কি ফল বৃক্ষের কাছে কি হবে কান্দিলে। কি ফল অরণ্যে বল রোদন করিলে॥ অন্ধেরে দেখালে আলো কোন ফল নাই। তোমারে জানান দুঃখ তেমতি কানাই॥ আমি ব্রজে ফিরে গেলে নিকুঞ্জ বিহারি। জিজ্ঞাসিবেন আমারে হে সে রাজকুমারী॥ শুনিলে আমার মুখে নিরাশা তোমার। তখনি মরিবে রাধা কথা নাহি তার॥ কমলিনী মৈলে তব বিরহানলেতে। কে হবে পাপের ভাগী রমণী বধেতে॥ তাই বঁধু সুধাইতে এসেছি তোমারে। ইহার সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ বলহ আমারে॥ রমণী কি জানি কৃষ্ণ আমি হে অজ্ঞান। তাই তোমায় জিজ্ঞাসিহে

ইহার বিধান ॥ তুমিতো হে প্রধান পণ্ডিত আমরায়। বল দেখি স্ত্রীহত্যাতে কত পাপ হয়॥ ধর্ম্ম ভয় থাকে যার নিকুঞ্জ বিহারি। প্রাণ গেলে প্রাণে সেতো বধে না হে নারী॥ তোমার কি ভয় কৃষ্ণ করিতে স্ত্রীবধ। বাঘের কি পাপ বল করিতে গো বধ॥ স্ত্রীহত্যা করিতে তব আছয়ে ক্ষমতা। পূতনাতে জানা আছে তোমার মমতা॥ এত যদি বৃন্দাদূতী কৃষ্ণেরে কহিল। বৃন্দার বচনে কৃষ্ণ নীরব হইল॥ প্রণাম করিয়া দূতী নিজ স্থানে যায়। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণদান ভাষামতে গায়॥

বৃন্দার ব্রজে প্রত্যাগমন।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

কি বলে রাধার কুঞ্জে কেমনে যাইব এখন॥ যে ধন প্রয়াসে আশা সে ধনেতো হৈলাম নিধন॥ এ কথা শুনালে তারে, হারাইব একেবারে, ডুবিবে যমুনার নীরে, হেমাঙ্গিনী রাই। আমরা মরি যার তরে, সেতো নাহি মনে করে, তবু পাপ আঁখি ঝোরে, প্রবোধ না মানে মনে মন॥ ধ্রু॥

চৌপদী। বৃন্দা রসবতী, হয়ে দুঃখী অতি, কি করি সম্প্রতি, ভাবয়ে মনে। করিতে গমন, না চলে চরণ, বিষাদিত মন, ধারা নয়নে॥ মন্দ মন্দ গতি, চলে বৃন্দাদূতী, বিচলিত অতি, হয়ে অন্তরে। বলে হায় বিধি, তোমার কি বিধি, দিয়ে কৃষ্ণনিধি নিলে হে হরে॥ কি কথা বলিয়ে, রাইকে বুঝায়ে, সান্ত্বনা কি দিয়ে, করি রাধারে। এলেম বা কি বলে, যাই বা কি বলে, এ কথা শুনালে, হারাব তারে॥ হায় রে গোসাঞি, মোর মৃত্যু নাই, এ জ্বালা তরাই, প্রাণান্ত হলে। বাঁচি কি সুখেতে, না পারি বুঝিতে, যম কি আসিতে, ত্রাসে গোকুলে॥ হাই হুতাশেতে, চলিল ব্রজেতে, মলিন মুখেতে, বৃন্দা সুন্দরী। যত গোপীগণ, করে নিরীক্ষণ, আনন্দিত মন, বৃন্দারে হেরি॥ আগুসরি হয়ে, নিকটে আসিয়ে, বৃন্দারে হেরিয়ে, কহে বচন। ও প্রাণ সজনী, এলে

একাকিনী, কই গুণমণি, সে কৃষ্ণ ধন ॥ ভাবে জ্ঞান হয়, বুঝি শ্যামরায়, ছলিতে সবায়, লুকায়েছে গো। না হেরে শ্যামেরে, প্রাণ যে বিদরে, বুঝি রঙ্গ করে, সময়েতে গো ॥ বল বল সখী, কোথা বাঁকা আঁখি, না হেরে গো সখী, পরাণে মরি। তোমার আশয়ে; আছি পথ চেয়ে, দেখিতে কালিয়ে, ও সহচরী ॥ তোমার কারণে, নীরদ বরণে, হেরি এত দিনে, যত গোপিনী। হারাণ রতনে, পাব পুনঃ মনে, ছিল না গো মনে, ওগো সজনী ॥ কোথা বংশীধারী, বৃন্দা সহচরী, পশ্চাতে কি হরি, আসিতেছেন। সংবাদ জানাতে, তোমারে আগেতে, কুঞ্জ নিকুঞ্জেতে, পাঠাইলেন ॥ বল গো তদন্ত, শুনিয়া বৃত্তান্ত, হবে দুঃখ অন্ত, বলি রাধারে। কেন হয়ে মৌন, না কহ বচন, কও বিবরণ, প্রাণ সখীরে ॥ বৃন্দে কেঁদে কয়, কৈতে প্রাণ যায়, সে কথা আমায়, আর বলো না। কপালে যা থাকে, খণ্ডিতে পারে কে, কব সখী কাকে, বিধির মন্ত্রণা। দুঃখ রৈলে ভালে, সে পোড়া কপালে, কভু সুখ মেলে, হেন কি হয়। আমাদের ধাতা, নিতান্ত বক্রতা, কে করে অন্যথা, অবশ্য হয় ॥ পরিশ্রম সার, আশার সুসার, না হলো রাধার, আমা হইতে। এলো না শ্রীহরি, ওগো সহচরী, রৈল মধুপুরী, রাজ্য লোভেতে ॥ শুনে এই কথা, যত গোপসুতা, হয়ে উন্মত্তা, করে রোদন। কপালে কঙ্কণ, করয়ে ক্ষেপণ, হয় অচেতন, গোপিনীগণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের পায়ে, দেহ সমর্পিয়ে, বিক্রীত হইয়ে, কৃষ্ণ নামেতে। কৃষ্ণ উপাখ্যান, না হয় বর্ণন, কিঞ্চিৎ রচন, সুভাষা মতে ॥

সখীদিগের খেদোক্তি।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ফিরে এলে গো বৃন্দে সাধের গোবিন্দ কোথায়।
আশায় রয়েছে প্রাণী প্রাণনাথে দেখাও ত্বরায় ॥
বিনে সাধেরো ত্রিভঙ্গ, ধৈর্য্য হীনে জ্বলে অঙ্গ, না
দেখিয়ে প্রাণ সাঙ্গ, হবে গো নিশ্চয় ॥ তব আশার

অবিশ্বাসেতে, বেঁচে আছি এ দশাতে, মিলাও এনে রাধানাথে, দুঃখিনীর এ দুঃখের সময় ॥ ধ্রু ॥

ত্রিপদী। বৃন্দা বলে সখীগণ, কান্দ কেন অকারণ, কান্দিলে কি হবে বল আর। দূর কর সে ভাবনা, আর শক্র হাসাওনা, পর নাহি হয় আপনার ॥ এবে করহ উপায়, রাধা যাতে শান্ত হয়, বিহিত করহ সবে তার। সে বাঁচিলে ব্রজে রব, লোকেরে মুখ দেখাব, তা না হৈলে সকলি অসার ॥ বৃন্দার বচন শুনি, যত গোপের রমণী, নিরস্ত হইল সকলেতে। বৃন্দার লইয়া সঙ্গ, অনুতাপে দিল ভঙ্গ, উত্তরিল রাধার কুঞ্জেতে ॥ বৃন্দার বদন হেরি, হৃষ্ট চিত্ত হয়ে প্যারী, বলে কে প্রাণের বৃন্দে এলে। কহ কহ সমাচার, কি হইল মথুরার, কার্য্য সিদ্ধি কেমনে করিলে ॥ কৈ আমার শ্যাম সখা, তুমি সখী এলে একা, কোথা বাঁকা মদনমোহন। কি বলিল প্রাণ হরি, কও ওগো সহচরী, কেনে তোমার সজল নয়ন ॥ হাসি নাই মুখে হেঁগো, অভিমানী দেখি ওগো, কেন গো এতেক ম্রিয়মান। চঞ্চলা হরিণী প্রায়, চঞ্চলা দেখি তোমায়, কি বলিল বঙ্কিম নয়ন ॥ মৌনভাবে কেনরও, কথা নাহি কও, নাহি পারি বুঝিতে কারণ ॥ বুঝি সে লম্পট হরি, তোমারে বঞ্চনা করি, পাঠাইল এ ব্রজ ভুবন ॥ যাত্রাকালে কি বলিলে, সে কথার কি করিলে, ভাবে বুঝি কপাল ভেঙ্গেছে। স্পষ্টবল সহচরী, কেন এত লুকাচুরি, কৃষ্ণ বুঝি বঞ্চনা করেছে ॥ শুনি রাধার বচন, মৃদুস্বরে বৃন্দা কন, শুন শুন ওগো সহচরী। ওগো প্যারী কি বলিব, সে কথা কেমনে কব, এলোনাগো তব প্রাণ হরি ॥ এ কথা শুনি অমনি, মূর্চ্ছা হৈয়ে কমলিনী, গড়াগড়ি দেয় ভূমিতলে। ঘন ঘন বহে শ্বাস, বাড়ে বিচ্ছেদ হুতাশ, বিরহ অনল উঠে জ্বলে ॥ জ্বালায় চঞ্চলা হৈয়ে, খঞ্জন নয়নী চায়ে, রহিলেন পুত্তলিকা মত। ছিন্ন তরুবর প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, প্রেমজল বহে অবিরত ॥ বেণী এলায়ে পড়িল, চন্দ্রানন শুকাইল, অধরের খসিল তাম্বূল। পীতাম্বর

খসে গেল, হৃদয়েতে প্রবেশিল, কৃষ্ণের নৈরাশ্য রূপী শূল॥ এমনি প্রেমের বাণ, যারে করয়ে সন্ধান, বিধিমতে জ্বালায় যে তারে। নাহি রহে লজ্জা ভয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম দূর হয়, সাবাসি সাবাসি পিরিতেরে॥ তিলো থেলো হৈয়ে ধনি, দগ্ধা যেমন হরিণী, অচেতনে হইল মগন। তবে সে বৃন্দা সুন্দরী, রাধার করেতে ধরি, বলে রাধে করিস্‌নে রোদন॥ আরে প্রাণ বাঁচেনা গো, কান্দিয়ে কাঁন্দাসনেগো, কেন্দে কিগো হারাবে জীবন। কমলিনী ক্ষান্ত হও, মনেরে প্রবোধ দেও, আর নাহি পাবে কৃষ্ণধন॥ পর কি আপন হয়, কেন মর ভাব তায়, নিভাও গো বিচ্ছেদ অনল। কেন্দে আর কি করিবে, আর কি শ্যামেরে পাবে, ছি মেনে গো হইও না চঞ্চল॥ তুমিতো অবোধ নও, এবে মনেরে বুঝাও, পর যে তা পরেতে জানয়। যে পর্য্যন্ত আপনার, কর্ম্ম না হয় উদ্ধার, সে পর্য্যন্ত ছায়া প্রায় রয়॥ কার্য্য সিদ্ধি হলে পরে, স্বভাব প্রকাশ করে, পূর্ব্বভাব নাহি করে মনে। দেখ রাই বংশী-ধারী, যাইয়ে গো মধুপুরী, তোমায় গো না রাখে স্মরণে॥ বেদীয়ার বাজী প্রায়, পরের পিরিতি হয়, শেষ নাহি রয় গো সজনী। খেলাধূলা হয়েগেলো, পিরিতের শেষ হলো, দক্ষিণান্ত কর কমলিনী। এইরূপে বৃন্দাদূতী, বুঝায়ে রাধার প্রতি, কতমতে সান্ত্বনা করিল। বৃন্দার বচন শুনি, সে বৃকভানু নন্দিনী, ত্রিভঙ্গ আশাতে ভঙ্গ দিল॥ শুন ওহে রাধানাথ, আমার নাহিক নাথ, তুমি জগন্নাথ জনার্দ্দন। দিয়ে হে চরণ তরি, পার কর ভবহারি, এ দীনের এই আকিঞ্চন॥

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

রাগিণী বারোঙা। তাল ঠুঙ্গরি।

শ্যামের বিচ্ছেদ এসোরে, রাখি তোরে অন্তরে।
কৃষ্ণ যদি নিদয় হৈল, তোরে আমায় সঁপে দিল,
সহজে থাকিতে হৈল, তোমার বশে আমারে॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। রাধারে সান্ত্বনা করি, গেল বৃন্দা সহচরী,

শ্রীমতী বসিয়া একাকিনী। কৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি, কাতরা হইয়া অতি, কহিছেন কৃষ্ণ বিলাসিনী॥ ওরে শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ, আমার আর কি খেদ, আর মনে কি আছে হে বল। আর কোনে কেন রই, কেন না বিমুখ হই, সকলিত হয়ে বয়ে গেল॥ যার সম্পর্কে তোমার, সঙ্গে সম্পর্ক আমার, সে সম্পর্ক কেতো ঘুচায়েছে। ভব মুখ নাহি চেয়ে, আমারে তোমায় দিয়ে, তোমার অধিনী করে গেছে॥ এবে আর কি উপায়, আয়রে হৃদয়ে আয়, আয় তোরে রাখি হৃদয়েতে। সে বঞ্চনা করিল বলে, আমি কিছু সেই ছলে, অনাদর করিবনা তোমাতে॥ এখন আমার তুমি, তোমাতে বিক্রীত আমি, হয়েছি হে তোমার অধীন। রাই রাজ্যে রাজা হও কৃষ্ণ দত্ত ছত্রদণ্ড, ভোগকর থাকি যেকদিন॥ সাধে কিরে সাধি তোরে, তুমি না থাকিলে পরে, সে সাধেতে অসাধ হইবে। তোমার স্বভাব গুণে, সে গুণ হইবে মনে, ভাবিলে ভাবনা দূরে যাবে॥ তুমি আমার সেই শ্যাম, দেখহে হৈওনা বাম, দেখ যেন সেরূপ ভুলিনে। এই ভিক্ষা তোরে চাই, আর আমার কেহ নাই, যে আছে সে থাকে যেন মনে॥ সেই রূপ নিরন্তর, অন্তরেতে নিরন্তর, থাকে যেন অন্তর না হয়। দেখ দেখ মনে রেখ, সেই ভাবলৈয়ে থেক, উপকার করো অসময়॥ আমি হে অবলা নারী, নাহি জানিত চাতুরী, অচতুর প্রচুর রূপেতে। কেবল প্রেমের বশ, প্রেমেতে করয়ে বশ, বাঁধা থাকি প্রেমের ডোরেতে॥ দেখ তার কলাকল, আনিতে যমুনা জল, দেখে এলেম জলদ বরণে। কুলে দিয়া জালঞ্জলি, ভজিলাম বনমালী, জলছলে জ্বলি মনাগুনে॥ কৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রতি, এত বলিয়ে শ্রীমতী, কৃষ্ণরূপ ধ্যানেতে রহিল। হরি হরি বল মন, রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান, এতদূরে সমাপ্ত হইল॥

গ্রন্থসমাপ্তয়ং।